উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,৪২৯.৯০ (+২৯৭৫.৪৩)

নিফটি : ২৪,৯২৪.৭০ (+৯১৬.৭০)

খুলল ৩২ বিমানবন্দর

সংঘর্ষ বিরতিতে সহমত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে দেশ। এবার যুদ্ধের আবহে বন্ধ হওয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দরও খুলে দেওয়া হল। » ৭

পাকিস্তানে হামলা বালোচদের

অপারেশন সিঁদুরের ঘায়ে তছনছ পাকিস্তান। সেই সুযোগে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ'কে আরও তীব্র করল বালোচ বিদ্রোহীরা। পাকিস্তানের বালোচিস্তানে বড় হামলা চালিয়েছে বালোচ লিবারেশন আর্মি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	২৩°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৩°	২৩°	২২°

বাণিজ্য বন্ধের হুমকিতেই সংঘর্ষ বিরতি! » ৭

২৯ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 13 May 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 352

বিরাট শূন্যতা

সেরা ১০ ইনিংস

২০১৩ : জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১১৯ ও ৯৬।

২০১৪ : ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০৫।

২০১৪ : অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৫ ও ১৪১।

২০১৪ : মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬৯।

২০১৬ : মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৩৫।

২০১৮ : এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৪৯।

২০১৮ : সেঞ্চুরিয়ানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৫৩।

২০১৯ : পুনেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৫৪।

বিরাট মুহূর্ত

২০ জুন, ২০১১ : জামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। ১০ বলে ৪ রান

২০১২ : অ্যাডিলেডে ১১৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টক্কর

২০১৪ : অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে শতরান

২০১৫ : নেতৃত্ব দিয়ে শ্রীলঙ্কায় বিরল টেস্ট সিরিজ জয়

২২ জুলাই, ২০১৬ : নর্থ সাউন্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম দ্বিশতরান

২০২১ : লর্ডস টেস্টের শেষ দিনে টিম হাডলে ইংল্যান্ডকে ৬০ ওভারের নরকযন্ত্রণা ভোগ করানোর নির্দেশ

২০১৪-'১৫ : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজে ৬৯২ রান। শতরান ৪টি

২৬-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪ : মেলবোর্নে যন্ত্রণা চেপে প্রথম ইনিংসে ১৬৯ রান

২০১৮ : বার্মিংহামে জেমস অ্যান্ডারসনের সুইং সামলে ১৪৯ রান। নটিংহ্যামে দুই ইনিংসে ৯৭ ও ১০৩ রান

২০১৯ : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শতরানের হ্যাটট্রিক। ইডেন গার্ডেন্সে ১০৪, নাগপুরে ২১৩ ও দিল্লিতে ২৪৩ রান

'আক্ষেপ' নিয়েই টেস্টকে অলবিদা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মে : ভারতীয় ক্রিকেট মহল অপেক্ষায় ছিল স্থগিত থাকা আইপিএল শুরুর ঘোষণার। ভারতীয় ক্রিকেট অপেক্ষায় ছিল অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পর্বের অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার।

বদলে বেলা বারোটা নাগাদ ক্রিকেট সমাজের দিকে ধেয়ে এল 'বোমা'। সমাজমাধ্যমে টেস্ট ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসর ঘোষণা করে বোমা ফাটালেন বিরাট কোহলি। সিদ্ধান্তটা হয়তো প্রত্যাশিত। উত্তরবঙ্গ সংবাদে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, বিরাটের সিদ্ধান্ত বদলের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

কিন্তু তারপরও মনে করা হয়েছিল, কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের কথা শুনবেন বর্তমান ক্রিকেটের বাদশা। বাস্তবে সেটা হয়নি। নিজের অনড় মনোভাবের 'স্টান্স' না বদলে মনের কোণে 'আক্ষেপ' নিয়েই টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন কোহলি। দিনকয়েক আগে রোহিত শর্মার পর আজ বিরাটের টেস্ট থেকে অবসরে ভারতীয় ক্রিকেটে তৈরি হল এক শূন্যতার। সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীর ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন। সমাজমাধ্যমে বহু ক্রিকেটপ্রেমী রোহিতের পর কোহলিরও টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তের পিছনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরকে দায়ী করেছেন।

ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের। কিন্তু তারপরও মনে করা হয়েছিল, বিসিসিআই কোহলিকে ইংল্যান্ড সফরের জন্য রাজি করাতে পারবে। আজ বিরাটের টেস্ট থেকে অবসরের

এরপর দশের পাতায়

অপারেশন সিঁদুর

পাকিস্তানকে যদি বাঁচতে হয় ওদের সন্ত্রাসের পরিকাঠামো নির্মূল করতে হবে। 'টেরর' ও 'টক' (সন্ত্রাস এবং আলোচনা) একসঙ্গে চলতে পারে না।

-নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

যে ধরনের প্রযুক্তিই আসুক না কেন, আমরা সেটা আটকানোর জন্য তৈরি। ওদের কোনও সুযোগই ছিল না এই দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে ভেদ করে আমাদের সেনাঘাঁটিতে হামলা করার।

-একে ভারতী, এয়ার মার্শাল, ভারতীয় বায়ুসেনা

একসঙ্গে বইবে না রক্ত-জল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ মে : অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা। অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার ৫ দিন পর। পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ জানালেন কড়া ভাষায়। নরেন্দ্র মোদি জানিয়ে দিলেন, 'টেরর' ও 'টক' একসঙ্গে চলবে না। 'টেরর' চলবে 'ট্রেড' চলবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে যদি আলোচনা করতেই হয়, তাহলে মূল অ্যাজেন্ডা হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে হবে পাকিস্তানকেই।

সোমবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের প্রতি ইঙ্গিত করে মোদি বলেন, 'সন্ত্রাস আর বাণিজ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। আমি আন্তর্জাতিক মহলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, যদি কখনও ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা হয়, তাহলে তা হবে শুধু সন্ত্রাসবাদ ও পিওকে নিয়েই। সন্ত্রাসের সঙ্গে কোনও আপস করবে না ভারত।'

তাঁর ভাষণের কিছুক্ষণ আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছিলেন, দুই দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য বন্ধের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। এই বার্তা নরেন্দ্র মোদি ও শাহবাজ শরিফ, দুজনের পক্ষেই অস্বস্তিকর। এই প্রেক্ষাপটে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, শুধুমাত্র সাময়িক বিরতি নেওয়া হয়েছে। এই লড়াই চলবে।'

মোদির ঘোষণা, 'অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের নতুন নীতি। পাকিস্তানের প্রতিটি গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে ভারত। তিন বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত ও সজাগ রয়েছে।' তিনি বুঝিয়ে দেন, পাকিস্তানের কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করছে ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এমনকি পাকিস্তান পরমাণু শক্তিধর হলেও যে ভারত ভয় পায় না, তা জানিয়ে দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ভারত পরমাণু ব্ল্যাকমেল বরদাস্ত করবে না। শুধু প্রতিরক্ষা নয়, প্রয়োজনে আক্রমণাত্মক কৌশল নিতেও দ্বিধা করব না আমরা।'

এরপর দশের পাতায়

১৬৫ কিমি ভেতরে ঢুকে প্রত্যাঘাত

নয়াদিল্লি, ১২ মে : আপাতত আর যুদ্ধ নয়। বরং সংঘর্ষ বিরতিই থাকবে। পাকিস্তানের তরফে দু'দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) পর্যায়ের বৈঠকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তার কয়েক ঘণ্টা আগেও অবশ্য ভারতীয় সেনার শক্তি, বিক্রমের খতিয়ান দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক বৈঠকে।

একের পর এক ভিডিও, ছবি ও উপগ্রহ চিত্র তুলে ধরে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে অপারেশন সিঁদুরের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সীমান্ত বা নিয়ন্ত্রণরেখা না পেরিয়েও কীভাবে পাকিস্তানের হামলার জবাব দেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন প্রতিরক্ষাবাহিনীর ৩ শাখার ডিজিএমওরা। ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের ভাষায়, 'আমাদের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান।'

সেনার সাফল্য দাবি করে জানানো হয়, পাকিস্তানের ১৬৫ কিলোমিটার ভিতরেও আঘাত হেনেছে ভারতীয় বাহিনী। মুরিদকে ও বাহাওয়ালপুরে পাকিস্তানের রাডার এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে লস্কর-ই-তৈবার সদর দপ্তর। ফিকি, চাকলালা, রহিম ইয়ার খান, সুক্কুর এবং শিয়ালকোটে পাকিস্তানের সেনা ও বায়ুসেনা ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষতি করা হয়েছে।

ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার মার্শাল একে ভারতী রাওয়ালপিন্ডির নুর খান বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলার বিবরণ পেশ করেন ভিডিওতে। যাতে দেখা যায়, ভারতের হামলায় বিমানঘাঁটির রানওয়েতে বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। আগুন, ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে এলাকা। এয়ার মার্শাল দাবি করেন, 'যে ধরনের প্রযুক্তিই আসুক না কেন, আমরা সেটা আটকানোর জন্য তৈরি। ওদের কোনও সুযোগই ছিল না এই দুর্ভেদ্য ডিফেন্সকে ভেদ করে আমাদের সেনাঘাঁটিতে হামলা করার।'

সমুদ্রপথেও প্রতিরক্ষা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছে নৌবাহিনী। ভারতের ডিজিএমও বলেন, '৭ মে আমরা শুধু জঙ্গিদের ঘাঁটিতে হামলা করেছিলাম। পাক সেনা সেই জঙ্গিদের হয়ে ব্যাট ধরেছে। আমরা তার জবাব দিয়েছি।'

এরপর দশের পাতায়

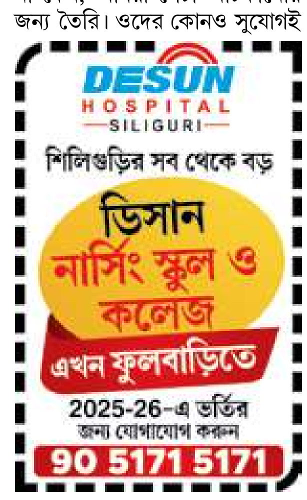

এডিশন স্পেশাল

জোর বাঁচল দার্জিলিং মেল

» *দুইয়ের পাতায়*

বিহারে গ্রেপ্তার খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী

» *দশের পাতায়*

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় অচল হওয়ার শঙ্কা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১২ মে : জানুয়ারি থেকেই উপাচার্য নেই পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময়ে অ্যাকাডেমিক এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে জুলাইয়ে একই দিনে মেয়াদ শেষ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও ফিন্যান্স অফিসারেরও। এর আগে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ডিনদের কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মের পাশাপাশি গবেষণা এমনকি কর্মচারীদের বেতন নিয়েও সমস্যায় পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন অধ্যাপক থেকে শুরু করে শিক্ষাকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে চলবে বিশ্ববিদ্যালয়? তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। অধ্যাপক, শিক্ষকদের একাংশ বলছেন, শীঘ্রই উপাচার্য নিয়োগ না হলে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কিছু না জানালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলি বলেন, 'আগামী ৩১ জুলাই আমার এবং ফিন্যান্স অফিসারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই বিষয়টি উচ্চশিক্ষা দপ্তর জানে।' একই কথা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসার তাপসকুমার মান্নাও। তিনি বলেন, 'জুলাইতে যে আমার মেয়াদ শেষ হচ্ছে তা উচ্চশিক্ষা দপ্তর জানে।'

অধ্যাপকদের একাংশ জানিয়েছেন, জুলাইয়ের মধ্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য আসেন কিংবা বর্তমান রেজিস্ট্রারের মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে যদি কোনও নির্দেশিকা আসে, তাহলেই রক্ষা। নয়তো রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অবসর নিতে হবে আব্দুল কাদের সাফেলিকে।

এরপর দশের পাতায়

মোমবাতির আলোয় চিকিৎসা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১২ মে : রবিবার রাত আটটা থেকে টানা সারারাত অন্ধকারে ডুবে রইল হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল। সোমবার বেলা বারোটার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও টানা ১৬ ঘণ্টা কেন হাসপাতাল বিদ্যুৎবিহীন রইল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। হাসপাতালে জেনারেটর থাকলেও কেন তা চলেনি, তারও উত্তর দিতে পারছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

তবে সূত্রের খবর, জেনারেটর পরিষেবার জন্য ঠিকাদার সংস্থার প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। সেকারণে হাসপাতালে আপৎকালীন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিগত প্রায় দুই বছর অচল হয়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারে ডুবে যায় পুরো হাসপাতাল। ইনভার্টার থাকলেও রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর ঘণ্টাচারেক পরিষেবা দিয়ে ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যায়। এরপর মোমবাতি ও টর্চের আলোতেই চালু রাখা হয় জরুরি পরিষেবা। বিভিন্ন ওয়ার্ডে জ্বালানো হয় মোমবাতি।

রোগী ও তাঁদের আত্মীয়রা তো বটেই, চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরাও হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে ক্ষুব্ধ। হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে কালবৈশাখী ঝড়ে হলদিবাড়ি ব্লকের বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। বিকেল চারটা থেকে বিদ্যুৎ চলে যায়। হাসপাতালে তখন থেকে ইনভার্টার দিয়ে পরিষেবা চালু রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাত আটটা বাজতেই ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যায়। তারপর থেকেই বিদ্যুৎহীন হয় পড়ে পুরো হাসপাতাল। পরদিন বেলা ১২টায় পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

রবিবার রাত আটটা থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে কাটিয়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। কেউ হাতপাখা দিয়ে রাতভর হাওয়া করেছেন তাঁর পরিবারের অসুস্থ ব্যক্তিকে। কেউই দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা জানাতে গিয়ে এক রোগীর আত্মীয় বলেন, পাশের বেডে যে আরও একজন রোগী শুয়ে আছেন, টর্চ ছাড়া তাও টের পাওয়া যাচ্ছিল না। একে হাঁসফাঁস করা গরম, তার মধ্যে মশার কামড়ে টেকাই দায়, ঘুম তো দূরের কথা।

মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ করছেন নার্সরা। হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে।

হাসপাতালে রবিবার রাতে কর্তব্যরত চিকিৎসক আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, মোমবাতি ও টর্চের আলোতে জরুরি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কোনও সংকটজনক রোগী এলে তাঁকে অক্সিজেন বা নেবুলাইজ করা সম্ভব হত না। মর্মান্তিক কিছু হতে পারত।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেই হাসপাতাল অন্ধকারে ডুবছে। বছরের পর বছর এমনটা চলছে। অথচ প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর মুখে কুলুপ এঁটেছে।

এরপর দশের পাতায়

ভোরের আলো ঢেকেছে আঁধারে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ মে : কোথাও ভাঙচুর করছে দুষ্কৃতীরা। কোনও এলাকা আবার হাতির পালের তাণ্ডবের সাক্ষী। ঝোপঝাড়ে ঢেকে যাচ্ছে বেশ কিছু এলাকা। ফলে তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের তৈরি করা ইকো পার্কের পাশাপাশি অর্কিডিয়াম, হাতির পিলখানার ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

২০১৮-তে গজলডোবায় 'ভোরের আলো' পর্যটন হাবের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর পর্যায়ক্রমে তিস্তা ব্যারেজের ইকো পার্ক, পর্যটন দপ্তরের অধীনে অর্কিডিয়াম (অর্কিড পার্ক) এবং হাতির পিলখানা তৈরি হয়। চালু হওয়া তো দূরের কথা, প্রকল্প তিনটির উদ্বোধন পর্যন্ত হয়নি। ফলে অর্কিডিয়াম বাদে হাতির পিলখানা ও ইকো পার্কের বর্তমান অবস্থা বেহাল। এর মূলেই রয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারির অভাব।

ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তরফে গজলডোবায় ইকো পার্ক তৈরি করা হয়। বিভিন্ন গাছপালায় ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে একাধিক বসার জায়গাও তৈরি করা হয়। সম্প্রতি দুষ্কৃতীরা পার্কের স্টাফ রুমে ব্যাপক ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, প্রকল্পটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করা হলেও নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে হাট করে খোলা সদর দরজা দিয়ে দুষ্কৃতীরা অনায়াসে ভিতরে ঢুকতে পারছে।

অর্কিডিয়ামের কাছেই কোভিডের আগে তৈরি হয়েছিল পিলখানা। মাহুত ও বনকর্মীদের থাকার জন্য ঘরও রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত হাতির দেখা মেলেনি। ফলে সরস্বতীপুরের জঙ্গলে এলিফ্যান্ট সাফারি স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। প্রকল্পটি আদৌ চালু হবে কিনা, তা নিয়ে সরকারি স্তরেই রয়েছে সংশয়। পর্যটন দপ্তরের তরফে পিলখানার ভেতরেই কৃত্রিম রক ক্লাইম্বিং সহ অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের একাধিক পরিষেবা তৈরি করা হয়। কিন্তু এই প্রকল্পটিও চালু হয়নি। কোভিড পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের অর্কিড এনে অর্কিডিয়াম তৈরি করা হয়। কয়েকমাস আগে সরস্বতীপুরের জঙ্গল থেকে একপাল হাতি বেরিয়ে অর্কিডিয়ামে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। পুনরায় অর্কিডিয়াম সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বাহারি অর্কিডের সম্ভার থাকলেও উদ্বোধন না হওয়ায় ভেতরে প্রবেশের সমস্ত গেট বন্ধ। গজলডোবায় বেড়াতে এসেও অর্কিডিয়াম দেখা হয় না পর্যটকদের।

> পিলখানা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা থাকলেও এখনই কিছু করে উঠতে পারছি না, পরিকাঠামোটি পর্যটন দপ্তরের অধীনেই রয়েছে। আমরা পর্যটন দপ্তরকে চিঠি লিখে হস্তান্তর করার প্রস্তাব দিয়েছি।
>
> **এম রাজা** *ডিএফও, বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ*

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল ব্যাপারির বক্তব্য, 'ভোরের আলোর অধিকাংশই বন্ধ থাকায় গুরুত্ব হারাচ্ছে পর্যটনকেন্দ্রটি।' পর্যটন ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু দেব মনে করেন, 'গজলডোবায় শুধু ব্যারেজ দেখা, নৌকায় চড়া এবং পেটপুজোর বাইরে কিছু নেই এখন। এলিফ্যান্ট সাফারি ও অর্কিডিয়াম চালু হলে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়তে পারে। সম্প্রতি পাখিবিতান এলাকা সেচ দপ্তর থেকে বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে। পিলখানার বিষয়টি রাজ্যের তরফে দেখা হচ্ছে। অর্কিডিয়াম নিয়ে পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ বলছেন, 'কবে সেটি চালু হবে, তা রাজ্য থেকে নির্দেশ আসার পরেই বোঝা যাবে।'

লাইনে ফাটলের খবর দিয়ে দুর্ঘটনা রুখলেন স্থানীয়রা

জোর বাঁচল দার্জিলিং মেল

অমিতকুমার রায়

কাশিয়াবাড়ি এলাকায় এভাবেই রেললাইনে বড়সড়ো ফাটল হয়েছিল।

হলদিবাড়ি, ১২ মে : রেললাইনে ছিল ফাটল। তাও স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল হলদিবাড়িগামী দার্জিলিং মেল ও এনজেপিগামী ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সোমবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন কাশিয়াবাড়ির ২৫/৭ নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে বড়সড়ো ফাটল দেখা যায়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে স্থানীয়দের তরফে রেলকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই রেলের আধিকারিক ও রেল পুলিশের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তারপর লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সারাইয়ের তৎপরতা শুরু হয়। এবিষয়ে হলদিবাড়ি স্টেশন ম্যানেজার সত্যজিৎ তিওয়ারি বলেন, 'কাশিয়াবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে ফাটল দেখা দিয়েছিল। দ্রুত সে ফাটল সারাই করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে নজরে আসায় ট্রেন পরিষেবা কোনওভাবেই বিঘ্নিত হয়নি।'

রেললাইনের যে অংশে ফাটল তার পাশেই স্থানীয় দীপু রায়ের বাড়ি। এদিন সকালে লাইন দিয়ে হাঁটার সময় বিষয়টি প্রথমে তাঁর নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলাকার অন্যদেরও জানান। এরপর স্থানীয় এক তরুণ অভিজিৎ রায় গুগলে সার্চ করে রেলের অভিযোগ জানানোর নম্বর জোগাড় করে ফোন করেন। গোটা বিষয়টি রেলকে জানানো হয়। তবে ততক্ষণে ওই অবস্থাতেই এনজেপিগামী ডেমু ট্রেন চলে গিয়েছিল। যদিও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু দার্জিলিং মেল আসার আগেই রেলকর্মীরা দ্রুত লাইন মেরামতের কাজ শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে ফাটলের জায়গায় ক্ল্যাম্প সেট করে করা হয়।

এরপর ওই লাইনের উপর দিয়ে ধীরগতিতে নির্ধারিত সময়ে দার্জিলিং মেল ও হলদিবাড়িগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাস করা হয়। পরে লাইন সারানো হয়। এক রেলকর্মী বলেন, 'রেললাইনের ধাতু গরম বা ঠান্ডায় প্রসারিত বা সংকুচিত হতে পারে। গতকাল ঝড়-বৃষ্টিতে তাপমাত্রা হঠাৎ করে কমে গিয়েছিল। ফলে দুই লাইনের সংযোগস্থলে ফাটল তৈরি হতে পারে। তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।'

যা যা ঘটল

- সোমবার কাশিয়াবাড়ির ২৫/৭ নম্বর পিলারের কাছে রেললাইনে ফাটল দেখা যায়
- স্থানীয় বাসিন্দারা রেলে অভিযোগ জানান
- ওই অবস্থায় এনজেপিগামী ডেমু ট্রেন চলে গেলেও দুর্ঘটনা ঘটেনি
- ফাটলের জায়গায় ক্ল্যাম্প সেট করার পরে দার্জিলিং মেল পার হয়

জল শুধু জল, তারই মাঝে ঝলসাচ্ছে কৈশোর।। ফরাক্কা সংলগ্ন শ্রীঘরের সাহেবতলার গঙ্গায়। ছবি : রাজু দাস

খাদ্যভাণ্ডার বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ বক্সায়

৫২ হেক্টর জমিতে ঘাস

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : গত দু'বছরে ঠিক করে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস লাগানো হয়নি জঙ্গলে। পর্যাপ্ত ঘাসের অভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বন্যজন্তুর হানা দেখা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা টাইগার রিজার্ভে বহুবার এই সমস্যা নজরে এসেছে। এই অবস্থায় জঙ্গলে খাদ্য ভাণ্ডার বাড়িয়ে বন্যজন্তুদের জঙ্গলের ভিতর থেকে বাইরে বের হওয়া আটকানোর পরিকল্পনা বন দপ্তরের। সেজন্য বক্সা টাইগার রিজার্ভেই এবছর ৫২ হেক্টর জমিতে ঘাস লাগানো হবে। এরপর ফলের গাছও লাগানো হবে বলে খবর। ভারী বর্ষা এলেই এই ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হবে বলে খবর। এবিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) দেবাশিস শর্মার বক্তব্য, 'বর্তমানে ঘাস লাগানোর প্রস্তুতি চলছে। ঘাসের চারা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। বর্ষার সময় বিভিন্ন জায়গায় ওই ঘাস লাগানো হবে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, বিগত দু'বছরে অনেকটাই কম ঘাস লাগানো হয়েছিল। বিশেষ করে কিছু রেঞ্জ এলাকায় তো লাগানোই হয়নি। জঙ্গলে ঘাসের অভাবে অনেক বন্যজন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনা নজরে এসেছে জেলার বিভিন্ন এলাকায়। এমনকি এই বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক সভা করতে এসেও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। জঙ্গলে ঘাস লাগানো যে হয়নি সেটা বলতে শোনা যায় তাঁকেও। এই অবস্থায় এবছরই

> বর্তমানে ঘাস লাগানোর প্রস্তুতি চলছে। ঘাসের চারা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। বর্ষার সময় বিভিন্ন জায়গায় ওই ঘাস লাগানো হবে।
>
> **দেবাশিস শর্মা** *ডিএফডি, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (পশ্চিম)*

ঘাস লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবছর সব থেকে বেশি লাগানো হবে চেপটি ঘাস। এছাড়াও ঢাড্ডা, মালসা, পুরন্ডি প্রজাতির ঘাসও প্রচুর পরিমাণে লাগানো হবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। কোন এলাকায় কী পরিমাণ ঘাস লাগানো হবে সেটাও ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। জুন ও জুলাই- এই দুই মাস ধরে ঘাস লাগানো হবে। বক্সার জঙ্গলে বেশ কয়েকটি জলধারা ও নদী থাকায় জলের সমস্যা এখনও খুব বেশি নজরে আসেনি। তবে এবার ঘাসের সমস্যা নজরে এসেছে।

বক্সার জঙ্গলে থাকা হাতি, বাইসন, হরিণ সহ অন্য বিভিন্ন জন্তুর খাবারের জন্য শুধু ঘাসই নয়, বিভিন্ন জায়গায় ফলের গাছও লাগানো হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাঁঠাল, আমলকী সহ খয়ের গাছও লাগানো হবে বিভিন্ন এলাকায়। তবে আগে ঘাস লাগানোর কাজ শেষ করা হবে। এরপর জোর দেওয়া হবে ফলের গাছ সহ অন্য গাছ লাগাতে। বনকর্তারা জানিয়েছেন, প্রতি বছরই বক্সার জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তুর সংখ্যা বাড়ছে। একদিকে যেমন হাতি বাড়ছে তেমনই বাড়ছে বাইসন। অন্যদিকে হরিণও বাড়ছে। বাইরে থেকেও বিভিন্ন সময় জঙ্গলে হরিণ ছাড়া হয়েছে। জঙ্গলের তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যের জোগান ঠিক রাখতেই বন দপ্তর ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্ষায় বিভিন্ন গাছ ও ঘাস লাগানো হলে শীতকালের মধ্যেই জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরি হয়ে যাবে বলে ধারণা বনকর্তাদের।

লিয়েন্ডার পেজকে পিসি চন্দ্র পুরস্কার

নিউজ ব্যুরো

১২ মে : খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়ার লিয়েন্ডার পেজকে ৩২তম পিসি চন্দ্র পুরস্কার-২০২৫ দিয়ে সম্মানিত করা হল। পিসি চন্দ্র গ্রুপের তরফে কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই সম্মান দেওয়া হয়। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রের জন্মদিনে ওই পুরস্কার দেওয়া হয়।

এর আগে গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ, নোবেলজয়ী কৈলাস সত্যার্থী, প্রখ্যাত গায়িকা আশা ভোঁসলে সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওই পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে লিয়েন্ডার পেজের উৎকর্ষ সাধন ওই পুরস্কারের মূল ভাবনা প্রতিফলিত করে।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুবীরানন্দজি, পিসি চন্দ্র গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অরুণকুমার চন্দ্র প্রমুখ।

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ শতরূপা, দুপুর ২.০০ পরিণাম, বিকেল ৪.৩০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ১০.৩০ অগ্নিপথ, ১.৩০ সামথিং সামথিং

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ শক্তি, ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, দুপুর ১.০০ খোকাবাবু, বিকেল ৪.১৫ মানিক, সন্ধে ৭.১৫ আওয়ারা, রাত ১০.১৫ খিলাড়ি, ১.০০ সিনেমাওয়ালা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.৪০ মন যে করে উড়ু উড়ু, সন্ধে ৭.৩০ দেবী, রাত ১০.৪৫ রাখী পূর্ণিমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চাবিওয়ালা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন হলো পর

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৫ সূরয়া, দুপুর ২.৪৪ রোডসাইড রাউডি, বিকেল ৫.২৫ শূরবীর, সন্ধে ৭.৫৫ রাউডি, রাত ১০.৩৬ মহাবীর নম্বর ওয়ান

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৩ গঙ্গাজল, দুপুর ১.৫৮ ক্র্যাক, বিকেল ৪.৪৫ মঙ্গলবীর, সন্ধে ৭.৩০ স্যামি-টু, রাত ১০.২১ অন্তিম

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৫ তরলা, দুপুর ১.২২ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, বিকেল ৩.৩৫ উঁচাই, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.০২ লয়লা মজনু

রমেডি নাউ : বেলা ১১.০৫ দ্য নাট জব, দুপুর ১২.৩৩ মিউন, বিকেল ৩.৩১ অ্যান্ড সো ইট গোজ, ৫.০৯ আলোহা, সন্ধে ৬.৫৫ দ্য গ্রেট ডিরেক্টর, রাত ৯.০০ ব্রেকিং আপ, ১০.২৩ ওভারবোর্ড

মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে দুপুর ১.২২ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

চাবিওয়ালা দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

মিউন দুপুর ১২.৩৩ **রমেডি নাউ**

সিক্রেটস অফ দ্য পেঙ্গুইনস সন্ধে ৬.৩০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। প্রেমে শুভ। বৃষ : শারীরিক কারণে কাজের ক্ষতি হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর আশা করতে পারেন। ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় সাফল্য মিলবে। কর্কট : বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখুন। প্রণয়মূলক বিবাহের সম্ভাবনা। কন্যা : চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। বিকেলের পর ভালো অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। তুলা : বহুদিনের কোনও বকেয়া হাতে পেয়ে সমস্যা থেকে স্বস্তি পাবেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বৃশ্চিক : সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে খরচ একটু বাড়বে। গবেষণায় যুক্ত ব্যক্তিরা আশানুরূপ সুফল পাবেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সম্ভাবনা। মকর : লটারি, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। কুম্ভ : পারিবারিক ক্ষেত্রে বাধা এলেও বুদ্ধিবলে এড়াতে সক্ষম হবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মোটামুটি সাফল্য। মীন : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। সন্তানের আশানুরূপ সাফল্যের সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ বৈশাখ, ১৩ মে, ২০২৫, ২৯ বহাগ, সংবৎ ১ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৪ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।৬। মঙ্গলবার, প্রতিপদ রাত্রি ১১।১১। বিশাখানক্ষত্র দিবা ৮।১৮। বরীয়ানযোগ প্রাতঃ ৫।২৬। বালবকরণ দিবা ১০।১৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।১১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।১৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৮।১৮ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১১।১১ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৬।৪০ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৮ গতে ৮।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।১১ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।৬ গতে রাত্রি ৭।২৮ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৪ মধ্যে তুলা বৃশ্চিক ও ধনুলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১২।২১ গতে ৩।৪ মধ্যে কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৭ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।০ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২।৪৯ মধ্যে।

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের ৬ই মে, ২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুসারে, (WPA (P) 111 of 2025), পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি আয়োগ, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকাভুক্তিকরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে। যে সমস্ত শ্রেণি বা সম্প্রদায় নিজেদেরকে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মনে করেন কিন্তু এখনও রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় বা তপশিলি জাতি বা তপশিলি উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হননি, তারা রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্রের নিদর্শ আয়োগের ওয়েবসাইট (https://wbcbc.in) থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ই-মেলে (mswbcbc@yahoo.co.in) বা আয়োগের কার্যালয়ে (তন্তুজ ভবন, অষ্টম তল, ১৮/৪, ডিডি ব্লক, সেক্টর-১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৬৪) যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে জমা করতে পারবেন।

আদেশানুসারে
সদস্য সচিব

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং: ০৩-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/অবস্থানে ক্লাড রিজার্ভ স্টক পুনরুদ্ধারের জন্য শিঙ্গল বোল্ডার প্রতিটি ন্যূনতম ৩৫ কেজি থেকে ৫৫ কেজি এবং আনস্ক্রিনড শিঙ্গল সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৯,৫৩,৮৭৭.১১ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৯,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪-এপি-III-২০২৫ কাজের নামঃ দেমোহনি-আরপিএফটিসি-দোমোহনিতে আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১,১২,৯৩,৮৩১.১৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৬,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./২৬ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ য়ার্ড উন্নীতকরণ- রাঙাপানী, গাইশাল, পাঞ্জিপাড়া এবং কিশনগঞ্জ য়ার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ৬,২৫,০০,১৭১.৭৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৬২,৫০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রাঙাপানীতে- কালভার্ট এবং সেতুর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ২,৯২,৪৬,৩৫০.০৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৯৬,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ য়ার্ড উন্নীতকরণ- নিউ জলপাইগুড়ি য়ার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ২,৬২,৬২,৯২১.৭৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৮১,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

অফিসে কাজের জন্য M/F এবং কোম্পানিতে গার্ড / সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8653609553.

হারানো/প্রাপ্তি

আমার নামীয় আসল দলিল; যাহার নং - I 4583/2011 হারিয়ে গিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন : অর্ঘ্য প্রতিম রায়, পিতা - সুরেন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্রনগর, নিউটাউন, ওয়ার্ড নং - ১২, পো: + জেলা - কোচবিহার। M - 8159011927.

স্টেশন থেকে নগদ এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ

টেন্ডার নং. : ক্যাশ-পিকআপ-০১-এমএলজি-এনএফআর-২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, বিহার, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং [illegible] রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৪০০ (চারশ) স্টেশন/স্থান থেকে স্টেশনের নগদ এবং সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য এফএ এবং সিএও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অ্যাকাউন্টে জমা করা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২৩,৮২,৯৯,৬০০/- টাকা; বায়নার ধনঃ ১৩,৪১,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিসিএম/পিএমএন্ড পিএস, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং : ০২-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম : [illegible] টেন্ডার মূল্য: [illegible] টাকা; বায়না মূল্য: [illegible] টাকা। [illegible] সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ইনডোর স্টেডিয়াম এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নবীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২০ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। [illegible] সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্তা/ইস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

জমি বাড়ি বিক্রয়, শিলিগুড়ি ঝংকার মোড় জ্যোতিনগর ৩ কাঠার উপরে। M. No. 9832532596। সত্বর যোগাযোগ করুন। (C/116456)

কর্মখালি

Requirement of special educater teacher in a reputed CBSE school, Siliguri. Contact No. : 9832489139. Email :- amarjyotiinternationals@gmai.com (C/116454)

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস-এর কাজ করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 8250106017. (C/116331)

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টে জন্য বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন - ৮০০০/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। M : 9832543559. (C/116329)

হারানো-প্রাপ্তি

আমার একখানি সাফ কবলা দলিল নম্বর 1-3014, আরএস 4273, এল. আর 7970, তারিখ ২১/০৯/২০০৭ ইং হারিয়ে গিয়েছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন- শ্রী ওম প্রকাশ বিহানী, পিতা মৃত- উদয় চান বিহানী, সাকিন- নিউ ডাবরি রোড বাইলেন, শহর- কোচবিহার, থানা- কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/115923)

অ্যাফিডেভিট

গত ইং তাং 07.05.25 Judicial Magistrate 2nd Court Jalpaiguri অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jhoysna Mahali বদলে Sabina Yasmin নামে পরিচিত হলাম, গ্রাম-পূর্ব তেশিমলা পোঃ হায় হায় পাথার, থানা- মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি। (C/116455)

আলিপুরদুয়ার জংশনে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০১-এপি-I-২০২৫ কাজের নামঃ [illegible] টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৫-২০২৫ [illegible] খোলা যাবেঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

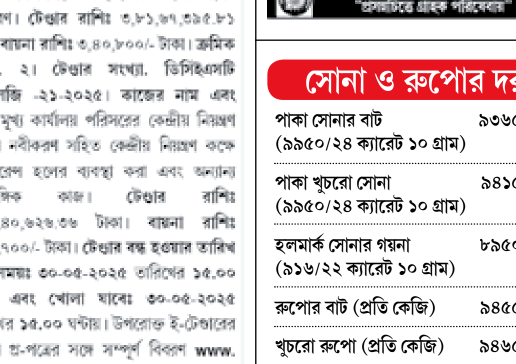

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমার বাসায় তোমার কী।। কাঠঠোকরার আস্তানায় সাপের হানা। দমনপুরে সোমবার। - অপর্ণা গুহ রায়

সফল হলে বড় পরিকল্পনা

ইউবিকেভিতে শুরু আঙুর চাষ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১২ মে : এবার আঙুর চাষ শুরু হচ্ছে কোচবিহারে। পুনের জাতীয় আঙুর গবেষণাকেন্দ্র ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউবিকেভি) যৌথ উদ্যোগে এই চাষ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক হিসাবে ইউবিকেভি'র ক্যাম্পাসে এই চাষ শুরু করা হয়েছে বলে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারে এইভাবে আঙুর চাষ এই প্রথম।'

ইউবিকেভি সূত্রে খবর, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অধিকর্তা (ডাইরেক্টর অফ রিসার্চ) অশোক চৌধুরী পুনেতে আঙুর চাষের জাতীয় গবেষণাকেন্দ্রে গিয়েছিলেন। সেখানে জাতীয় গবেষণাকেন্দ্রের ডিরেক্টর কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারেন ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার সহ সংলগ্ন এলাকায় আঙুর চাষের প্রয়োজনীয় আবহাওয়া ও জলবায়ু রয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহারের জলবায়ু ও আবহাওয়াও প্রায় একইরকম। যে কারণে পরীক্ষামূলকভাবে ইউবিকেভির ক্যাম্পাসে তিন বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে আঙুর চাষ শুরু করা হয়। পুনে থেকে আঙুরের কলম এনে মাসদুয়েক আগে এখানে লাগানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই শিকড় থেকে সফলভাবে আঙুর গাছ উঠেছে। সেগুলি ডালপালাও ছড়িয়েছে।

এ বিষয়ে ইউবিকেভির গবেষণা অধিকর্তা অশোক চৌধুরীর বক্তব্য, 'আগামী বছর গাছগুলির ওপরের ডালপালা কাটা হবে। এরপর ডালপালার নীচের শক্ত কাণ্ড কলম করে ওয়াইন তৈরির আঙুর, জুস তৈরির আঙুর ও ফল হিসাবে খাবারের জন্য আঙুর ফলানোর চেষ্টা করা হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে ২০২৭ সালে আমরা এর থেকে ফল পাব।'

প্রশ্ন উঠেছে হঠাৎ এখানে ওয়াইন তৈরির আঙুর ও জুস তৈরির আঙুর কেন ফলানো হচ্ছে? এবিষয়ে অশোকের জবাব, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পপতি ওয়াইন কারখানা গড়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ফলে এই আঙুর এখানে চাষ হলে উত্তরবঙ্গে আগামীদিনে ওয়াইন কারখানা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকে আঙুরের জুস তৈরি করার কারখানাও করতে চান। তাই আমরা খাবারের আঙুরের পাশাপাশি ওয়াইন ও জুস তৈরির আঙুর চাষের কথা ভেবেছি।'

সম বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ

কোচবিহার ব্যুরো

১২ মে : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সোমবার জেলাজুড়ে বিক্ষোভ দেখান এনবিএসটিসি-র কনট্রাকচুয়াল কনডাক্টর ও মেকানিকরা। কোচবিহারের হাসপাতাল চৌপথি সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পুরোনো বাসস্ট্যান্ডের সামনে দিনভর অবস্থান বিক্ষোভ দেখালেন সংস্থার কনট্রাকচুয়াল কনডাক্টর ও মেকানিকরা। তাঁদের দাবি, কিছুদিন আগে সংস্থায় ১০৬৬ মেমো নম্বরে সংস্থার কনট্রাকচুয়াল গাড়ির চালকদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। তাঁদেরও বেতন বাড়াতে হবে।

এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'দাবিদাওয়ার বিষয়টি প্রস্তাব আকারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। সরকারি অর্ডারের বাইরে তো আমরা কোনও কাজ করতে পারব না। তবে আমরাও চাই, ওঁদের বেতন বাড়ানো হোক।'

অন্যদিকে, বেতন প্রদানের দাবিতে সোমবার শ্রমিক-কর্মচারীরা বিক্ষোভ করলেন এনবিএসটিসি মাথাভাঙ্গা ডিপোতে। এনবিএসটিসি শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য মঞ্চের তরফে হয় এই অবস্থান বিক্ষোভ। আগামী দু'দিন ডিপোয় এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে বলে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তুফানগঞ্জেও সমবেতনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা।

১০৬৬ মেমো নম্বর অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সোমবার দুপুর বারোটায় কৃষিমেলা এলাকার দিনহাটা ডিপোয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের অস্থায়ী কর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভ করেন। কর্মীদের অভিযোগ, এনবিএসটিসি তাঁদের মধ্যে বেতন বৈষম্য করেছে। চালকদের বেতন বৃদ্ধি করলেও অস্থায়ী কনডাক্টর, মেকানিকদের বেতন বাড়ানো হয়নি।

এদিনের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য মঞ্চের কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্তকুমার রায়ের কথায়, 'এনবিএসটিসি গাড়ির চালকদের নতুন বেতনের স্ল্যাব তৈরি হয়েছে। তাতে তাঁদের বেতন বেড়েছে। তবে বাসের কনডাক্টর ও মেকানিকদেরও সংশ্লিষ্ট মেমো নম্বর অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি করা উচিত।'

লাভজনক আখ চাষে আগ্রহ নেই তুফানগঞ্জে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১২ মে : গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। কাঠফাটা রোদে খানিক স্বস্তি পেতে রাস্তার ধারে আখের রস বিক্রি করা গাড়িগুলির সামনে অনেকেই এসে দাঁড়ান। গলা ভিজিয়ে কিছুটা আরাম হয়। তবে প্রয়োজনমতো আখের জোগান কি রয়েছে? তুফানগঞ্জ শহরের বিক্রেতাদের দাবি, চাহিদার তুলনায় আখ চাষের পরিমাণ কিন্তু এখন অনেক কম। তার মধ্যেই কিছুটা হলেও আখের চাষ বজায় রেখেছে তুফানগঞ্জের রামপুর। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চাষ হওয়া সেই আখের রসেই গরমে তৃপ্তি পাচ্ছেন আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা।

দক্ষিণ রামপুর এলাকায় আখ খেত পরিচর্যায় চাষি। -সংবাদচিত্র

এব্যাপারে তুফানগঞ্জ-২ সহ কৃষি অধিকর্তা রঞ্জিত বর্মা বলেন, 'আখ চাষে সময় বেশি লাগে। তাই চাষিদের এক্ষেত্রে আগ্রহ কম থাকে। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আখখেতে বিনস, মটরশুঁটি, মুগ ডাল, বেগুন সহ অন্যান্য সবজি চাষ করা যায়। তাতে লাভের পরিমাণ বাড়ে। চাষিদের এবিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।'

জমিতে উৎপাদিত ফসলগুলি আখের রস বিক্রেতারাই কিনে নেন। এমনকি কিছু আখ ফলের দোকানগুলিতে যায়। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তুফানগঞ্জ মহকুমার মধ্যে মূলত রামপুর এলাকাতেই আখ চাষ ভালো হয়। সেখানে এবার প্রায় ৪০ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হচ্ছে। যদিও এক দশক আগে এই চাষের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ছিল। এখন তা অনেক কমেছে। এক বিঘা জমিতে আখ চাষের জন্য প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়। সেই আখচাষিরা প্রায় ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন। যে অল্প কয়েকজন এখনও আখ চাষ টিকিয়ে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ পেশায় দিনমজুর আবার কেউ কারখানার শ্রমিক। সেইসব কাজের ফাঁকেই তাঁরা আখ চাষ করে বাড়তি রোজগারের দিশা দেখছেন।

দক্ষিণ রামপুরের সুভাষ রায় বললেন, 'আখের কাটিং রোপণ করার পরে গোবর ও রাসায়নিক সার দিতে হয়। পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে কীটনাশক স্প্রে করা হয়। পাতা ছেঁটে যত্ন নিয়ে পরিচর্যাও করতে হয়। তবেই আখের ফলন ভালো হবে।' অন্যদিকে তুফানগঞ্জ শহরের ফুটপাথে আখের রস বিক্রি করছিলেন অজিত বিশ্বাস নামে একজন। তাঁর কথায়, 'তুফানগঞ্জে সবসময় আখ পাওয়া যায় না। রামপুর এবং বলরামপুর থেকে আমি আখ নিয়ে আসি। কিন্তু অনেকসময় চাহিদা বেশি থাকলে অসম থেকেও আখ নিয়ে আসা হয়।'

গাছ পড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন, অবরোধ

পুণ্ডিবাড়ি, ১২ মে : সরকারি গাছ কাটতে গিয়ে কোচবিহার-২ ব্লকের আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিপত্তি ঘটল। গাছ পড়ে বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পথ অবরোধ করে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালেন। কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে আমবাড়ি গ্রামের বোকালিরমাঠ থেকে গদাধর পর্যন্ত পাকা রাস্তার নির্মাণকাজ চলছে। সেই রাস্তার সম্প্রসারণের জন্য আমবাড়ি গ্রামের ধনীরাম এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা বেশ কিছু গাছ কাটা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে রবিবার দুপুর থেকে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাত পর্যন্ত সমস্যা না মেটায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা পথ অবরোধ করেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে। অবরোধের খবর পেয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অন্নদাচন্দ্র রায় বলেন, 'রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সঙ্গে কথা বলার পর রাতেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।'

বাসিন্দাদের পথ অবরোধ।

১২ বছরেও রাস্তা পাকা হয়নি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১২ মে : বহু বছর আগে বেডমিশালি ফেলে কাজ চালানোর মতো রাস্তা তৈরি করা হয়। এরপর গত ১২ বছর ধরে দাবি সত্ত্বেও ওই রাস্তা পাকা করা হয়নি। সংস্কার তো দূর অস্ত। মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের জল্পেশ রোডের বটতলা থেকে মেখলিগঞ্জ-চ্যাংরাবান্ধা মূল সড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তাটিকে কেন্দ্র করে ভোগান্তি বাড়ছে। প্রতিদিন প্রায় ৫০০ মানুষ এই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। রাস্তার সমস্যার কারণে তাঁরা প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়ছেন। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন।

এই রাস্তা ঘিরে বিতর্ক।

এদিকে বর্ষা আসন্ন। প্রতিবারের মতো এবারের বর্ষাতেও এই রাস্তায় জল জমলে সবার ভোগান্তি বাড়বে বলে আশঙ্কা। সমস্যার সমাধানে কর্তৃপক্ষ অবশ্য ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতা অধিকারী বললেন, 'রাস্তাটি নিয়ে সমস্যার কথা শুনেছি। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের কাছে পিচের রাস্তা তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। টাকা বরাদ্দ হলে রাস্তাটি পাকা করার কাজে হাত দেওয়া হবে।'

এই রাস্তার একাংশে কল্যাণকুমারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মেখলিগঞ্জ কলেজ রয়েছে। খামারুবাড়ি, মাধরবাড়ি, নাথুয়াবাড়ি সহ নানা এলাকার বাসিন্দা, স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা এই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। রাস্তাটির বেশ কিছু জায়গা বর্তমানে ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। অন্য কোনও বিকল্প না থাকায় বাসিন্দা ও পড়ুয়ারা এই রাস্তাটিই ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রবীণ গ্রামবাসী লালচাঁদ বর্মন বললেন, 'বর্ষাকালে জল জমে যাওয়ায় এই রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করা যায় না। রাস্তাটি যাতে দ্রুত পাকা করা হয়, সেজন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি।' !

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 31st May 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

বাড়ছে ক্ষোভ, বিফলে পঞ্চায়েতমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

থমকে নেতাজি সেতুর কাজ

অমৃতা দে

সিতাই, ১২ মে : কথা ছিল, ১৮ মাসের মধ্যে শেষ হবে সিতাইয়ের গিরিধারী নদীর ওপরে নেতাজি সেতু তৈরির কাজ। সময় প্রায় শেষের পথে। কিন্তু সেতুর কাজ সিকিভাগও হয়নি। বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামের বাসিন্দাদের। ভোগান্তির শিকার চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবুয়া, তামাগুড়ি, নাকারজান গ্রামের প্রায় ২৫ হাজার বাসিন্দা। সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, 'ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। দ্রুতগতিতে কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছি।' ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও উত্তর পাওয়া যায়নি।

২০১৭ সালে অতিরিক্ত পণ্যবোঝাই একটি লরির ভারে ভেঙে পড়েছিল সেই সময়কার লোহার সেতুটি। নতুন করে পাকা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় কোচবিহার জেলা পরিষদ। বরাদ্দ করা হয় প্রায় ৮ কোটি টাকা। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে কাজ শুরু হয়। সেই কাজ খুবই ঢিমেতালে চলছে। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, মাসে এক-দু'দিন শ্রমিকদের কাজ করতে দেখা যায়। বেশিরভাগ সময় কাজ বন্ধ থাকে। সিতাই উপনির্বাচনের আগে কাজ শুরু হয়েছিল। পুনরায় সেই কাজ থমকে গিয়েছে।

কাজে গতি নেই। গিরিধারী নদী পারাপারে ভরসা সাঁকো।

সেই দুর্ঘটনার পর প্রায় ৭ বছর পার হয়ে গিয়েছে। এখনও নতুন সেতু তৈরি হল না গিরিধারী নদীর ওপর। এক মাস আগে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার কোচবিহার পঞ্চায়েত সদস্য, জেলা পরিষদ সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে এই সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে হুঁশিয়ারি দেন। কিন্তু তার পরেও কাজে গতি আসেনি বলে দাবি স্থানীয়দের। এর ফলে এখনও বিআর চাতরা গ্রামের সঙ্গে চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন।

দুর্ভোগের কথা

- সেতুর কাজ আটকে থাকায় ভোগান্তিতে ২৫ হাজার বাসিন্দা
- অভিযোগ, মাসে এক-দু'দিন শ্রমিকদের কাজ করতে দেখা যায়
- একমাস আগে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বৈঠকে দ্রুত সেতুর কাজ শেষের হুঁশিয়ারি দেন
- তারপরেও কাজে গতি আসেনি

গিরিধারী নদীর একপাড়ে বাজার, স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। অন্যপাড়ে তিনটি গ্রাম। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রতিদিন ৮০০ জন ছাত্রছাত্রী এই বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করে। বর্ষায় আর সে উপায় থাকে না। তখন খেয়া চলে। পারাপারের জন্য মাথাপিছু ১৫ টাকা করে নেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনও ছাড় নেই। তামাগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা ধনঞ্জয় বর্মন বলেন, 'ভাঙা সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার করতে হয়। সাইকেল নিয়ে যাওয়া গেলেও টোটো এবং বাইকের চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটছে। গত বছর অক্টোবর মাসের পর থেকে কাজ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে।'

সেতুর কাজ থমকে যাওয়ায় শাসকদলকে নিশানা করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস। জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন অবশ্য বলেন, 'অতি দ্রুত কাজটি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুনরায় কাজ শুরু হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা সাহিদর মিয়াঁ বলেন, 'আমার জমিতে সেতু তৈরির সামগ্রী রাখা হবে বলে কথা হয়েছিল। টাকা দেবে বলেছিল। কোনওটাই হয়নি।'

প্রকৃতি ও জীবন।। গিতালদহে বানিয়াদহ নদীতে ছবিটি তুলেছেন দিনহাটার সাহানুর হক।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ওভারব্রিজ নিয়ে আশার আলো

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১২ মে : তবে কি ভোগান্তির অবসান! দীর্ঘ দুর্ভোগের পর অবশেষে পূরণ হতে চলেছে হলদিবাড়ি রেলগেটের ওপর প্রস্তাবিত ওভারব্রিজের দাবি। সোমবার রেলগেটটি পরিদর্শন করেন এনজেপির এডিআরএম অজয় সিং, এরিয়া ম্যানেজার মহেশ যোশি, লোকেশকুমার ঢাকরের মতো রেলের উচ্চ আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ও। সাংসদ এবং রেলের আধিকারিকদের পরিদর্শনের পর এই আশাতেই বুক বাঁধছেন হলদিবাড়িবাসী।

তাঁরা হলদিবাড়ি শহরের মাঝে অবস্থিত রেলগেটের ওপর প্রস্তাবিত ওভারব্রিজ তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি আন্ডারপাস থেকে জলনিকাশির ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে, সেটাও খতিয়ে দেখেন।

রেলপথের মাঝবরাবর চলে গিয়েছে রাস্তা। দিনে বহুবার রেলগেট পড়ায় ভোগান্তি পোহাতে হয় নিত্যযাত্রীদের। ঝড়-রোদ-বৃষ্টিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাস, লরি থেকে জরুরি পরিষেবার গাড়িচালকদের। পথচারীরাও বাদ যান না। এভাবেই রোজ ভোগান্তি পোহাতে হয় অসংখ্য মানুষকে। এর থেকে মুক্তি পেতে রেলগেটের ওপর একটি ওভারব্রিজের দাবি দীর্ঘদিনের।

হলদিবাড়ি রেলগেট পরিদর্শনে রেল আধিকারিক সহ সাংসদ

গত লোকসভা ভোটের সময় ধূপগুড়িতে আয়োজিত জনসভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ওভারব্রিজ তৈরির ঘোষণা করেন। ১৮ থেকে ২০ কোটি টাকা খরচ হবে বলেও দাবি করেছিলেন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর এতগুলো মাস কেটে গেল। এখনও কোনও উদ্যোগ নজরে পড়েনি এলাকাবাসীর। এদিন সেখানে রেল আধিকারিকদের তৎপরতায় আশায় হলদিবাড়ি।

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, 'এর আগে আমি এখানে ওভারব্রিজ তৈরির জন্য রেল দপ্তরের দ্বারস্থ হই। সেইসঙ্গে আন্ডারপাস থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গড়ে তোলারও আবেদন জানিয়েছিলাম। সেই আবেদন অনুযায়ী এদিন রেল দপ্তরের আধিকারিকরা প্রস্তাবিত এলাকা দুটি পরিদর্শন করেন।' দ্রুত এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে দাবি করলেন সাংসদ।

টুকরো খবর

আহত ৮

তুফানগঞ্জ, ১২ মে : রবিবার রাতে বাজ পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন একই পরিবারের আটজন সদস্য। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের দীপরেরপাড়ে। রবিবার রাতে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি এবং বজ্রপাত। সেইসময় মেহেরজান বিবি, মিনিকা বিবি, শাহানারা বিবি, আম্বিয়া বিবি, শাবানা পারভিন, মোনালিসা পারভিন, আরশিদা পারভিন এবং আরনিশা পারভিন ঘরেই ছিলেন। বজ্রপাতের জেরে সকলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আটজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তুফানগঞ্জ হাসপাতালে।

মৃত এক

ঘোকসাডাঙ্গা, ১২ মে : বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত রমজান আলি (৪৬) ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট শিমুলগুড়ি এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটেছে ঘোকসাডাঙ্গা বিকেডি গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার বাড়ি ফেরার পথে উলটোদিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির বাইকের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে। গুরুতর অবস্থায় ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, বাইকচালক আহত অবস্থায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন।

আটক মহিলা

ফেশ্যাবাড়ি, ১২ মে : পাঁচ অজ্ঞাতপরিচয় মহিলাকে সোমবার বিকেলে আটক করে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গার ডুমনিগুড়িতে তাঁদের দেখা যায়। মহিলারা স্থানীয়দের জানান, তাঁরা ভোটের সমীক্ষার কাজে এসেছিলেন। কিন্তু কথাবার্তায় অসংগতি থাকায় এলাকাবাসী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের আটকে ঘোকসাডাঙ্গা থানার হাতে তুলে দেন। কোন উদ্দেশ্যে তাঁরা ওই এলাকায় এসেছিলেন, সেটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

দোকানে চুরি

বক্সিরহাট, ১২ মে : তালা ভেঙে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের পালপাড়া রোডের একটি মোবাইলের দোকানে রবিবার মধ্যরাতে চুরি হয়। খোয়া গিয়েছে নগদ টাকা সহ কয়েকটি মোবাইল ফোন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার রাতে ঝড়-বৃষ্টির সময় লোডশেডিং হয়েছিল। ফলে দোকানে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাটিও বন্ধ ছিল। সোমবার দোকান খুলতে গিয়ে চুরির ঘটনাটি নজরে আসে দোকান মালিক সুখময় মণ্ডলের।

জনসংযোগ

দিনহাটা, ১২ মে : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দিনহাটা বিধানসভায় চলছে তৃণমূলের জনসংযোগ কর্মসূচি। সোমবার দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ সারেন দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ। একই ব্লকের নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে ঘুরেছেন তৃণমূলের স্থানীয় ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য।

আমাকেও দাও...

কোচবিহারে জয়দেব দাসের ক্যামেরায়

ঝড়ে শতাধিক বাড়ির ক্ষতি, জখম ১

হলদিবাড়ি, ১২ মে : রবিবার রাতের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়েছিল শহর সহ হলদিবাড়ি ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ঝড়ের তাণ্ডবে শতাধিক বাড়ির ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি উপড়ে পড়ে ছোট-বড় মিলিয়ে কয়েকশো গাছ। ঝড়ে উড়ে আসা টিনের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন এক গৃহবধূ। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় সোমবার রাত পর্যন্ত হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। ওই এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ চলছে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। সোমবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের টেংরামারি, পাঠানপাড়া, গোয়ালিবাড়ি, রাঙ্গাপানি কলোনি এলাকায় ৪০-৫০টি বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অধিকাংশ বাড়ির ক্ষতি হয়েছে গাছ পড়ে। তবে দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের জ্ঞানদাস এলাকায় তাহেবুল সরকার নামে এক ব্যক্তির বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেওয়ানগঞ্জ বাজার সংলগ্ন শিশু উদ্যানের প্রচুর গাছ উপড়ে পড়েছে। ে

ক্ষতি হয়েছে হলদিবাড়ি পুরসভা এলাকার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে। পুরসভা এলাকাতেই ৮০-৯০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস জানিয়েছেন। তিনি বলেন, হাসপাতালপাড়া, পূর্বপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, মেলার মাঠ, উত্তরপাড়া এলাকায় সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রচুর গাছ পড়েছে। তবে গতকাল রাত থেকেই পুরসভার টিম কাজ শুরু করে গাছ সরিয়ে দিয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রিপল সহ অন্যান্য সামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে।'

ঝড়ে ভেঙে পড়েছে দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ির বাড়িটি।

> প্রচুর গাছ পড়েছে। তবে গতকাল রাত থেকেই পুরসভার টিম কাজ শুরু করে গাছ সরিয়ে দিয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রিপল সহ অন্যান্য সামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে।
>
> – **শংকরকুমার দাস**
> *চেয়ারম্যান, হলদিবাড়ি পুরসভা*

হলদিবাড়ির বিডিও রেঞ্জি শেরপা জানান, ঠিক কতগুলি বাড়ির ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব এখনও চলছে। কর্মীরা কাজ করছেন। বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী জানান, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিলি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের বৈঠক

কোচবিহার, ১২ মে : বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সোমবার সরকারি ছুটি ছিল। ছুটির মধ্যেই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের পাশাপাশি মহকুমা হাসপাতালগুলির সুপার এবং বিএমওএইচরা অংশ নেন। দেশে বর্তমানে যুদ্ধের আবহ চলছে। বৈঠক শেষে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি বলেন, 'প্রতিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। চিকিৎসক থেকে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে সবসময় পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন, সেই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।'

রবিবার রাতে স্বাস্থ্য ভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, অন্যান্য মহকুমা হাসপাতাল, ব্লক হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যাতে পর্যাপ্ত ওষুধ মজুত রাখা হয়, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

কাজ শুরু

দিনহাটা, ১২ মে : দিনহাটা-১ ব্লকের ফকিরেরতকেয়া থেকে দিনহাটা-২ ব্লকের কুর্শাহাট পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হবে। সোমবার সেই কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। রাস্তাটি পাকা করতে পূর্ত দপ্তরের তরফে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২৮ কোটি টাকা।

ছোট্ট তারা

কলাকাটার নীলাক্ষী বর্মন সেন্ট মেরিজ প্রাইমারি স্কুলের এলকেজির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচতে এবং ছবি আঁকতে সে ভালোবাসে।

স্কুলভিত্তিক ফলাফল মাধ্যমিক

- **বক্সিরহাট হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ১৭৬, উত্তীর্ণ : ১৩১, সর্বোচ্চ : অরিজিৎ সাহা (৬৭০)
- **জোড়াই হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ৫৯, উত্তীর্ণ : ৫৫, সর্বোচ্চ : মিকিতা বর্মন (৫৫৯)
- **তল্লিগুড়ি হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ৮১, উত্তীর্ণ : ৭৫, সর্বোচ্চ : অনুপা সাহা (৫৪৯)
- **মহিষকুচি হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ১০১, উত্তীর্ণ : ৮৯, সর্বোচ্চ : অর্পিতা সরকার (৫৩৫)
- **বালাকুঠি হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ৭৮, উত্তীর্ণ : ৫৪ , সর্বোচ্চ : বিজয়া দে (৪৫০)
- **মানসাই হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ১১৩, উত্তীর্ণ : ১০৪, সর্বোচ্চ : আরিফ হক (৫১৯)
- **রাণীরহাট শৌলমারি হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ২৯৮, উত্তীর্ণ : ১৯৯, সর্বোচ্চ : শ্যামব্রত সাহা ও নীলাংশু বর্মন (৬৫২)
- **উপনচৌকি হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ৩৬২, উত্তীর্ণ : ২৪১, সর্বোচ্চ : রুকসানা পারভিন (৬৫৩)
- **সতীরঘাটেরপার রামনিধি হাইস্কুল** মোট পরীক্ষার্থী : ৯৩, উত্তীর্ণ : ৮৫, সর্বোচ্চ : মোনালিসা রায় (৪৬৮)

দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর

বক্সিরহাট, ১২ মে : জাতীয় সড়ক পারাপারের সময় ছোট চারচাকার গাড়ির ধাক্কায় মারা যায় একটি শিশু। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-বক্সিরহাট সংযোগকারী হরিপুর সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিশুর নাম শুভ ভৌমিক (৪)। শুভ ওই এলাকারই বাসিন্দা।

এদিন বিকেলে ঠাকুমার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। ঠাকুমা একটু অন্যমনস্ক হতেই হাত ছেড়ে দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করে শিশুটি। সেই সময় বক্সিরহাটের দিক থেকে আসা তুফানগঞ্জগামী একটি ছোট চারচাকার গাড়ির ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ে রাস্তায়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির খোঁজে হরিপুর মোড়ে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আবর্জনার স্তূপ থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১২ মে : শীতলকুচি পিডব্লিউডি বাংলোর গেটের সামনে আবর্জনার স্তূপ। দুর্গন্ধ এতটাই যে, মুখে রুমাল চাপা না দিলে পাশ দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। প্রয়োজনে অনেকেই ওই জায়গা এড়িয়ে চলাচল করছেন। দিনের পর দিন এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকলেও সাফাইকাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি, বলছেন ব্যবসায়ীরা। শীতলকুচি বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তপনকুমার গুহর কথায়, 'বাজার পরিষ্কার করার কর্মী নেই। তাই কয়েকমাস থেকে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে দেওয়া হয়েছে।'

সাফাইকর্মী পাওয়া যাচ্ছে না বলে দায় সারছেন শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পাপড়ি বর্মনও। দীর্ঘদিন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে পিডব্লিউডি বাংলো। তার পাশেই শীতলকুচি বাজার। ব্যবসায়ীরা বাজারের সমস্ত আবর্জনা সেখানেই ফেলছেন বলে অভিযোগ। তার ওপর কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আবর্জনা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। এতে প্রাণ ওষ্ঠাগত পথচলতিদের।

ওষুধ ব্যবসায়ী বিপ্লব সরকার বলেন, 'আবর্জনার স্তূপ সরানো না হলে এলাকার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে। এর দায় প্রশাসনকে নিতে হবে।' একই কথা বলেন আরেক ব্যবসায়ী জনি সাহা। তিনি বলেন, 'এত বড় বাজারে সাফাইকর্মী নেই তা মানা যায় না। ব্যবসায়ীরাও গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে গেটের সামনে আবর্জনা ফেলছেন। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হোক।'

শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাসকে প্রশ্ন করা হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

'দরিদ্রের সেবা করতে চাই'

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১২ মে : টিনের বাড়ি। তাতে একটি মাত্র ঘর। সেখানেই তিনজনের বসবাস। সামান্য বৃষ্টিতে ঘরে জল ঢুকে যায়। তাই মেঝেতে বস্তা পাতা থাকে বারো মাস। দুর্বল আলোয় ঘরের সম্পূর্ণ অন্ধকার পর্যন্ত কাটে না। এহেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেবশ্রী রক্ষিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্দান্ত ফল করেছে। দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুল থেকে কলা বিভাগে ৪৪৫ নম্বর পেয়ে দিনহাটা পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এই মেয়ে নজর কেড়েছে সকলের।

বাবা দীপু রক্ষিত আগে যা-ও বা অনেক ছাত্র পড়াতেন, কিন্তু এখন চোখে গুরুতর সমস্যা ধরা পড়ায় ছাত্র সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র দুই। সংসারের হাল ধরেছেন দেবশ্রীর মা পম্পা রক্ষিত। তিনি বিড়ি বাঁধেন। অভাব নিত্যসঙ্গী। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় পাশে দাঁড়ান চারজন শিক্ষক। তাঁরা বিনা পয়সায় দেবশ্রীকে পড়িয়েছেন। নির্দিষ্ট রুটিন না থাকলেও নিয়মিত দিনে চার-পাঁচ ঘণ্টা পড়াশোনা করত বলে সে জানিয়েছে।

ঘরের মেঝেয় পড়তে ব্যস্ত দেবশ্রী রক্ষিত।

টিনের ঘরে এখন তীব্র গরম। কপালে জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছতে মুছতে দেবশ্রী বলে, 'একবার দিনহাটা মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে এক উচ্চপদস্থ মহিলা অফিসারকে দেখে উৎসাহিত হয়েছিলাম। সেই থেকেই স্বপ্ন, ইউপিএসসি পরীক্ষা পাশ করব। দরিদ্রের সেবা করতে চাই।' সমাজসেবার কাজে অবশ্য দেবশ্রী এখন থেকেই যুক্ত। স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য হিসেবে। দিনহাটা কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে দেবশ্রী একইসঙ্গে ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে।

মেয়ের সাফল্য প্রসঙ্গে পম্পা বলেন, 'কোনওমতে সংসারটা চলে। মাথার ওপরের ছাদ যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে। ঠিক করে খাওয়াই জোটে না, মেয়েকে পড়াব কী করে? আমার স্বামীর শরীর ভালো না। কেউ পাশে না দাঁড়ালে আগামীতে সমস্যায় পড়ব।' দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেবশ্রী অবশ্য দাঁতে দাঁত চেপে নিজের লড়াইটা নিজেই লড়তে চায়। টিউশন পড়িয়ে লেখাপড়ার খরচ চালাতে সে রাজি। দেবশ্রীর ফলে খুশি সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পিন্টু কর্মকার। তাঁর কথায়, 'দেবশ্রীকে নিয়ে আমাদের আশা ছিলই। নিয়মিত ক্লাস করত। পরিশ্রমের ফল পেয়েছে।'

'ইচ্ছে, কলেজে পড়ব'

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১২ মে : বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতি সেরকম ভালো নয়। বাবা ২০১২ সাল থেকে নিখোঁজ। মা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালান। তবে সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সফল হয়েছে ২৫ পয়েস্তির বাসিন্দা মিলন মহম্মদ। মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্র ৪৫০ পেয়েছে। বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৮৭, শিক্ষাবিজ্ঞানে ৯৭, দর্শনে ৯৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৮৮ পেয়েছে মিলন। তার এরকম সাফল্যে খুশি মা থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষকরা। মিলনের মা মালেকা বিবির কথায়, 'ছেলে ভালো ফলাফল করেছে। এখন চাই সে আরও পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু আর্থিক পরিস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

মিলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা পরিকল্পনা রয়েছে। ইংরেজি নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে চায় সে। এরপর শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন। তবে আদৌ তার কলেজে ভর্তি হওয়া হবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মিলন বলে, 'আমি আমার চেষ্টায় পড়াশোনা করে গিয়েছি। ইচ্ছে, কলেজে পড়ব। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তার খরচ বাড়ি থেকে দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। ভবিষ্যতে ইংরেজি নিয়ে পড়ে শিক্ষক হতে চাই। পরিবারের আর্থিক সমস্যা দূর করতে চাই।'

মিলন মহম্মদ।

ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ মিলনের। উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতিতেও সে কোনও খামতি রাখেনি।

প্রতিদিন ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছে সে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি স্কুল থেকে দেওয়া নোট পড়ত সে। তবে টাকার অভাবে আলাদা আলাদা বিষয়ে শিক্ষক নেওয়া সম্ভব হয়নি তার। একজন শিক্ষকের কাছেই সব বিষয় পড়ত সে। তবে স্কুলের শিক্ষকরা তাকে সবসময় সহযোগিতা করেছে।

মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুভাষ রায় সরকার বলেন, 'মিলন বরাবরই মেধাবী ছাত্র। ওর আগামী জীবন সর্বাঙ্গীণভাবে সফল হোক এই কামনা করি।'

দেশবিরোধী পোস্ট

সমাজমাধ্যমে দেশবিরোধী পোস্টের অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক কাঠমিস্ত্রিকে। তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এলাকারই বাসিন্দারা।

‘পাকপ্রেমী’

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তথা আরএসএসের বাংলা মুখপত্র স্বস্তিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাকিস্তানপ্রেমী বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে বিগত বছরে ৬ হাজার রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছে, রাজ্য সরকার বিনামূল্যে ২০৯১ কোটি টাকার পরিষেবা দিয়েছে।

তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা

মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। তবে কিছু জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বাড়লেও সেখানে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

৩০ মাসে পিছিয়েছে ১৬ বার

কাল ডিএ মামলায় নজর রাজ্যের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মে : আগামী বুধবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ডিএ মামলার শুনানি। ৩০ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই মামলার শুনানি নয় নয় করে ১৬ বার পিছিয়েছে। আবার এই মামলার শুনানি আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে বিফল হয়েছে রাজ্য সরকার। গত ৭ মে-র সর্বশেষ শুনানিতে রাজ্যের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এই আর্জি জানান। তার তীব্র বিরোধিতা করেন সরকারি কর্মচারী পক্ষের আইনজীবীরা। তাঁদের মধ্যে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য মামলার শুনানি আর না পিছোনোর দাবি করেন।

’২২ নভেম্বর থেকে এই মামলার শুনানি রাজ্য সরকারের আর্জিতে ১৬ বার পিছিয়েছে বলে আদালতের কাছে জানান বিকাশ। এই ব্যাপারে দু’পক্ষের কথা শোনার পর আদালত ১৪ মে বুধবার আগামী শুনানির দিন ধার্য করেন।

আদালত সূত্রে খবর, সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলায় বেঞ্চ বদল হয়েছে ইতিমধ্যেই। যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আইনজীবী মহলের একাংশ মনে করছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই মামলার সর্বশেষ শুনানিতে রাজ্য সরকার শুনানির দিন আগামী জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানালেও সর্বোচ্চ আদালত তা মানতে চায়নি। বরং চলতি মে মাসেই আবার শুনানির দিন ধার্য করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার দ্রুত শুনানি করে বিষয়টির নিষ্পত্তি চাইছে। বিশিষ্ট আইনজীবীদের একাংশ মনে করছেন, এই কারণেই সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার বেঞ্চও বদল করা হয়েছে। বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে ওই মামলা আগামী বুধবার শুনানির জন্য পাঠানো হয়েছে। মামলা হওয়ার কথা ছিল সুপ্রিম কোর্টের অন্য এক বেঞ্চে।

গুরুত্বপূর্ণ ডিএ মামলায় আগামী বুধবার শুনানি নিয়ে নবান্নে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। তৎপরতাও বেড়েছে আইন ও বিচার দপ্তরের। সরকারি স্তরে দিল্লিতে এই মামলায় রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট আইনজীবী মনু সিংভির মতো অন্য আইনজীবীদের সঙ্গে নবান্নের উচ্চপর্যায়ের কথাবার্তা চলছে।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে এই মামলায় নিযুক্ত বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমের মতো আইনজীবীদের সঙ্গে সংগঠনের নেতাদের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। বুধবারের শুনানির দিকে সরকারি কর্মচারীরা তাকিয়ে। এতদিন বারবার শুনানি পিছিয়ে যাওয়াতে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়ছিলেন।

কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনও চালিয়ে আসছেন। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে। কর্মচারী সংগঠন সূত্রের খবর, রাজ্যের স্যাট (স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল) ও কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে এবার সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিলে বকেয়া ডিএ বাবদ সরকারি কর্মচারীদের ৪২ হাজার কোটিরও বেশি টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। এই কারণেই বুধবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার গুরুত্ব অপরিসীম বলা যায়।

ঘটনাক্রম

- কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনও চালিয়ে আসছেন
- সুপ্রিম কোর্টে মামলাও চলছে প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে
- এই মামলার শুনানি রাজ্য সরকারের আর্জিতে ১৬ বার পিছিয়েছে
- আদালত বুধবার আগামী শুনানির দিন ধার্য করেছে

বুদ্ধপূর্ণিমায় মহাবোধি সোসাইটিতে ভক্তদের ভিড়। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

অনিশ্চয়তার মুখে রিভিউ পিটিশন

আজই অবসর প্রধান বিচারপতির

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মে : রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে চাকরি বাতিলের রায়ের পুনর্বিবেচনার আর্জির ভবিষ্যৎ আবারও সংশয়ের মুখে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ৩ এপ্রিল চাকরি বাতিলের রায় দেওয়ার এক মাসের মাথায় রাজ্য সরকার ও এসএসসি সর্বোচ্চ আদালতে রায় পুনর্বিবেচনায় আর্জি জানায়। সেই আর্জি এখনও গৃহীত হয়নি আদালতে। আদালত সূত্রে খবর, রাজ্য ও এসএসসির এই রিভিউ পিটিশন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এখন কী সিদ্ধান্ত নেন, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে সব মহলে।

কারণ, মঙ্গলবারই প্রধান বিচারপতির কর্মজীবনের শেষদিন। ওইদিন তিনি অবসর নেবেন। শেষদিনে তাঁর বেঞ্চে চাকরি বাতিল মামলার রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশনের আর্জির বিষয়টি উঠছে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। স্বাভাবিক নিয়মে প্রধান বিচারপতি তাঁর অবসরের দিনে এধরনের মামলা শুনতে আগ্রহী নাও হতে পারেন বলেই আইনজীবীদের অধিকাংশ মনে করেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যে চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশনের ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সম্ভবত সুপ্রিম কের্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কবে সুপ্রিম কোর্টে কোন বিচারপতি এই আর্জি শুনবেন সেটা ঠিক করবেন তিনিই।

এতেই আবার অনিশ্চতার মুখে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে রাজ্যের চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যতের ওপর। এমনিতেই এই রিভিউ পিটিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায় আশার আলো দেখছেন না দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীদের একাংশ।

ওই সূত্রের খবর, রিভিউ পিটিশনে আর্জি গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে কয়েকটি ধাপ রয়েছে। রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে রিভিউ পিটিশন দাখিলের পর তা সুপ্রিম কোর্টে সংশ্লিষ্ট বিচারপতির কাছে যায়। সেখানেই সেই বিচারপতি বা বিচারপতিরা সব কিছু খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত নেন রিভিউ পিটিশনের মামলা গ্রহণ করা হবে কি না। দরকার হলে বিচারপতির চেম্বারে এই নিয়ে শুনানিও করা হয়। তারপর ঠিক হয় মামলাটি আদালতে শুনানির জন্য পাঠানো হবে কি না।

যদিও আইনজীবী মহলের একাংশের ধারণা, রাজ্য সরকার ও এসএসসির রিভিউ পিটিশনের এই আর্জি সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, চাকরি বাতিলের রায়ের পর রাজ্য তথা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানায়, এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখা হোক ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে। পর্ষদের এই আর্জি মঞ্জুর করে সর্বোচ্চ আদালত এবছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখার নির্দেশ দেয়। আইনজীবীদের অধিকাংশেরই ধারণা, এই আর্জি মঞ্জুরের পর আবার রাজ্য এই মামলার রায়ের ওপর ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে। চাকরি বাতিল পুনর্বিবেচনা চায় এবার রাজ্য। রাজ্যের হঠাৎ এই ভিন্ন অবস্থান নেওয়ার কারণে রিভিউ পিটিশন এবার খারিজও হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে।

কোথায় সংশয়

- চাকরি বাতিলের রায় দেওয়ার এক মাসের মাথায় রাজ্য সরকার ও এসএসসি সর্বোচ্চ আদালতে রায় পুনর্বিবেচনায় আর্জি জানায়
- সেই আর্জি এখনও গৃহীত হয়নি আদালতে
- মঙ্গলবারই প্রধান বিচারপতির কর্মজীবনের শেষ দিন
- প্রধান বিচারপতি তাঁর অবসরের দিনে এধরনের মামলা নাও শুনতে পারেন

হিন্দু নিধন নিয়ে প্রচারে জোর শুভেন্দুর

মুর্শিদাবাদের হিংসা পরবর্তী কর্মসূচি

কলকাতা, ১২ মে : ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতির টানটান উত্তেজনার মধ্যেও ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটের মেরুকরণকেই পাখির চোখ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। লক্ষ্যভেদের পরীক্ষায় ‘অর্জুন’-এর মতো হিন্দুত্বের নিশানা থেকে সরতে চান না শুভেন্দু। সেইজন্যই সোমবারও মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ধরপাকড়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যতই চেষ্টা করুন মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।

মুর্শিদাবাদ চলোর মতো মেগা কর্মসূচির বদলে মুর্শিদাবাদের হিংসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে হিন্দু বিরোধী সরকার বলে প্রচার করা, অন্যদিকে আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে যথাসম্ভব তাঁদের পাশে টানা, এই দুই কৌশলই অস্ত্র শুভেন্দুর। সম্প্রতি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুর্শিদাবাদ জেলায় আক্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছাত্র-যুবদের আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন পুলিশকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে।

ওয়াকফ বিরোধিতার নামে যারা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করল তাদের বিরুদ্ধে নয়, যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন সেই হিন্দুদের গত তিনদিন ধরে বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ১২ এপ্রিলের ঘটনায় গত ১৬ এপ্রিল জনৈক মঞ্জুর রহমানের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশি জুলুম ও ধরপাকড়ের জেরে ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে বহু হিন্দু পরিবার এলাকাছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। শুভেন্দুর দাবি, ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের কোমর ভেঙে দিতেই প্রশাসনের এই তৎপরতা। শুভেন্দুর মতে, এই চক্রান্ত করতেই মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের হিংসার পর গত ৫ মে বহরমপুরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্রশ্নে ঘোষণাও করেছিলেন তিনি। শুভেন্দুর মতে, বহরমপুরে গেলেও বেদবোনা, জাফরাবাদ, সামশেরগঞ্জ সহ হিংসা কবলিত ১০টি এলাকায় যাননি মুখ্যমন্ত্রী। ভেবেছিলেন, ভারত-পাক যুদ্ধের ছায়ায় মুর্শিদাবাদ ইস্যু ঢেকে যাবে।

এই প্রসঙ্গেই এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘আমরা এই সরকারের হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার রাস্তায় থাকব। মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।’ পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, হিন্দুদের ওপর জুলুম বন্ধ না হলে ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় সড়ক অবরোধ করবে বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ সফর চলাকালীনই নাম না করে বেলডাঙায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী প্রদীপ্তানন্দ তথা কার্তিক মহারাজকে হিংসার জন্য দায়ী করেছিলেন। ২০০২ সাল থেকে আশ্রমের নিরাপত্তায় থাকা সিআই অফিস ও পুলিশের আউটপোস্ট সম্প্রতি তুলে নেওয়া হয়েছে।

‘সেনা অভিনন্দন যাত্রা’র মতো কেন্দ্রীয় কর্মসূচি স্থগিত করার পর তা ফের শুরু করা নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছে দল, সেই আবহেই এদিন হলদিয়ায় মোমবাতি মিছিল করলেন শুভেন্দু।

আমরা এই সরকারের হিন্দু নিধন ও হিন্দু বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার রাস্তায় থাকব। মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষকে ভুলতে দেব না।

শুভেন্দু অধিকারী

সোমবার যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী মিছিলে কড়া পুলিশ প্রহরা। মৌলালিতে।

যুদ্ধবিরোধী মিছিলে কালি

কলকাতা, ১২ মে : ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাতের আবহে সোমবার যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী গণ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সেই মিছিলে ছিলেন মূলত অতিবাম ও বামপন্থী মনোভাবাপন্নরা। মৌলালি মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এই মিছিল লক্ষ্য করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মিছিল শুরু হওয়ার পরেই সেখানে উপস্থিত হন বিজেপির কিছু কর্মী। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। মিছিল লক্ষ্য করে কালি ছেটানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে, বাধ্য হয়ে দু’পক্ষকেই আটক করে পুলিশ। বিজেপি নেতা সজল ঘোষকেও আটক করা হয়।

মিছিল শুরুর আগে ওই চত্বরে কড়া পুলিশি প্রহরা ছিল। সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের নামে এই মিছিল ডাকা হয়। হাতে ব্যানার নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা দাবি করতে থাকেন, যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। অভিযোগ, তারপরই জাতীয় পতাকা নিয়ে সেখানে হাজির হন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তাঁরা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলে কটাক্ষ করতে থাকেন। এমনকি তাঁদের গায়ে বিজেপি কর্মীরা কালি ছেটান বলে অভিযোগ। দুই তরফের মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ সহ কর্মী-সমর্থকদের আটক করে। প্রিজন ভ্যান থেকে সজল ঘোষ অভিযোগ করেন, ‘বাংলার মধ্যে বহু পাকিস্তানপন্থী রয়েছেন যাঁরা ভারতীয়দের ভালো চান না। এঁদের চিহ্নিত করা জরুরি।’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘কিছু পাকিস্তানপন্থী আঁতেল এখানে মিছিল করছিল। রাষ্ট্রবাদী সনাতনীরা জাতীয় পতাকা নিয়ে তার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেকুমাকুদের পক্ষ নিয়ে তাদের এই সরকারের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এদের চামড়া গুটিয়ে দেওয়া হবে।’

শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক

কলকাতা, ১২ মে : যোগ্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষায় বসতেই হবে চিহ্নিত ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, তারা ইতিমধ্যেই এই মর্মে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর খসড়া বিজ্ঞপ্তি নবান্নে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে। এখন অপেক্ষা শুধু নবান্নের সবুজ সংকেতের। জেলা স্কুল পরিদর্শকরা রাজ্যের স্কুলগুলিতে বিষয়ভিত্তিক ও সংরক্ষণভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা নিশ্চিত করলেই নিয়োগের চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে আবারও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে নারাজ ‘যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ’। ১৫ মে শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে তারা। ৭ মে থেকে বিকাশ ভবনের সামনে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন ‘যোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সোমবার পর্যন্ত দেখা করেননি তাঁদের সঙ্গে। তাই নিজেদের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দপ্তর ঘেরাও অভিযানের ডাক দিয়েছে অধিকার মঞ্চ। ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের দাবি, ‘আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসসি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে সিদ্ধান্ত যদি নেয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে আগে আলোচনা করতে হবে। রিভিউ পিটিশন নিয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা সম্পর্কেও আমাদের অবগত করতে হবে। একই চাকরির জন্য বারবার যোগ্যতার পরীক্ষা আমরা দেব না।’

সীমান্তে ড্রোন, তদন্তে এসটিএফ

কলকাতা, ১২ মে : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে ড্রোন উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত শুরু করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। রবিবারই সামশেরগঞ্জে সীমান্ত থেকে ২ হাজার মিটারের মধ্যে আকাশে একটি ড্রোন উড়তে দেখেন বিএসএফ জওয়ানরা। সেটি সঙ্গে সঙ্গে নামায় বিএসএফ। ওই ড্রোনটির ভার বহন করার ক্ষমতা না থাকলেও তাতে চারটি হাই মেগাপিক্সেল ক্যামেরা লাগানো ছিল। প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে বিএসএফ দেখে, ওই ড্রোনটির ৪০০ থেকে ৫০০ মিটার উঁচুতে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। ব্যাটারি ফুল থাকা অবস্থায় ২০ মিনিট পর্যন্ত উড়তে পারে। তারপরই ওই ড্রোনটি সামশেরগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। সীমান্ত এলাকায় ড্রোন ওড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তা সত্ত্বেও ড্রোনটি ওখানে কী করে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সোমবারই তদন্তের দায়িত্ব নেয় এসটিএফ।

কয়েকদিন আগেই সামশেরগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল। সীমান্তের ওপার থেকে পরিকল্পনা করে এই গোলমাল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় কেউ এই ড্রোন চালিয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, পলাশ নামে স্থানীয় এক তরুণ ওই ড্রোন উড়িয়েছিল। তবে শুধুমাত্র শখ করে ছবি তোলার কারণেই সে এই ড্রোন উড়িয়েছিল বলে পুলিশের কাছে সে দাবি করেছে। পুলিশ তাকে এখনও গ্রেপ্তার না করলেও তার কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ১২ মে : প্রধান সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য না হলে গ্রহণীয় নয়, এমনটাই পর্যবেক্ষণ রেখে এক অভিযুক্তকে মুক্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০০৮ সালে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক ব্যক্তিকে কোপানোর অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাঠে গবাদিপশু চরাতে যাওয়ার সময় দুই পক্ষের বিবাদ বাধে। আর তাতেই অভিযুক্ত তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ঘটনায় নিম্ন আদালত দুজন অভিযুক্তকে মুক্তি দিলেও একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই অভিযুক্ত। কিন্তু আদালতে প্রধান সাক্ষীদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। তার পরই আদালত অভিযুক্তকে জামিন দেয়।

ধর্মরাজ উৎসবের শোভাযাত্রা... সোমবার বীরভূমে। - পিটিআই

দই-লস্যিতে মজে চিড়িয়াখানার আবাসিকরা

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস, মহানন্দে স্নানপর্ব

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ মে : তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অনুভূতি দক্ষিণবঙ্গের আমজনতার। একই অবস্থা আলিপুর চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদেরও। প্রচণ্ড গরম থেকে রেহাই পেতে কেউ নামছে বারবার জলে, আবার কেউ মন দিয়ে জুস, লস্যি খেতে ব্যস্ত। ক্লান্ত হয়ে অনেকে আবার এয়ার কুলারের ঠান্ডা হাওয়ায় জিরিয়ে নিচ্ছে। এমনই পরিস্থিতি এখন আলিপুর চিড়িয়াখানার আবাসিকদের। গরম থেকে রেহাই পেতে বাঘ, সিংহ, ভালুকদের ঘরে বসানো হয়েছে এয়ার কুলার। খাবারের তালিকায় আনা হয়েছে পরিবর্তন। গরমে প্রাণীদের শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে ভরসা রাখা হচ্ছে ওআরএসে। প্রতিটি প্রাণীর এনক্লোজারে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, গরমে বাড়তি যত্ন নেওয়া হচ্ছে প্রাণীদের।

গরম পড়তেই পশুপাখিদের রোজ স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের এনক্লোজারে যথাযথ জল রেখে দেওয়া হয়েছে। যাতে নিজেদের স্বস্তিমতো তারা গা ভিজিয়ে নিতে পারে। খাদ্য তালিকাতেও এসেছে পরিবর্তন। অতিরিক্ত প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কমানো হয়েছে বাঘ, সিংহদের। তরমুজ, শসা জাতীয় প্রচুর পরিমাণে জলসমৃদ্ধ ফল, ফলের জুস, লস্যি, দই দেওয়া হচ্ছে হাতি, ভালুক, শিম্পাঞ্জিদের। চিড়িয়াখানার মূল প্রবেশদ্বার থেকে ঢুকে একটু এগিয়ে গেলেই সাপেদের ঘর। ভিন্ন প্রজাতির প্রতিটি সাপের ঘরে স্প্রিংক্লার দিয়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ঘর ঠান্ডা করতে বরফ দেওয়া হচ্ছে। বাঘ, হাতি, চিতা, ক্যাঙারুদের রোজ স্নান করানো হচ্ছে। গরমে পশুপাখিদেরও হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেটেড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাদের ওআরএসের জল দেওয়া হচ্ছে। রয়েছে অ্যান্টি স্ট্রেস ওষুধের ব্যবস্থা। সম্প্রতি ‘বার্ডস উইংস ওয়াক ইন ওয়ে’ চালু করা হয়েছিল। সেখানে পাখিরা ছিল মুক্ত, আর মানুষ বদ্ধ। ওই পাখিদের মধ্যে বেশিরভাগই হিমালয়ান ফেজেন্টস জাতীয়। সেখানেও স্প্রিংক্লার ও ফগ পদ্ধতিতে জল ছেটানো হচ্ছে। এখন গরমের দাপটে চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীর সংখ্যা কম। যদিও দর্শনার্থীরা খাঁচার সামনে যাচ্ছেন। তবে ঘর ছেড়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে না চিড়িয়াখানাবাসীদের।

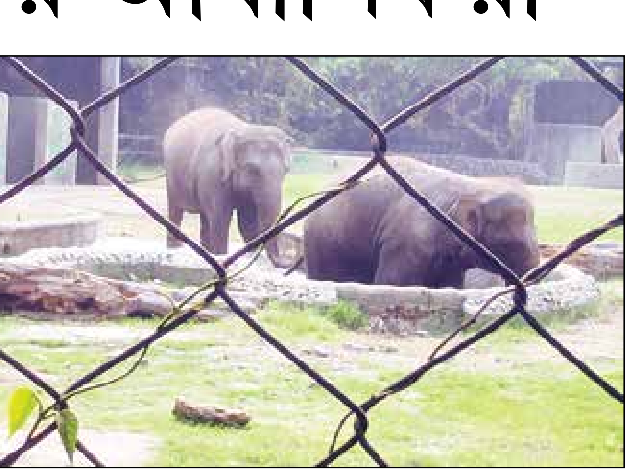

গরম থেকে রেহাই পেতে এবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানার আবাসিকদের জন্য। ছবি : আবির চৌধুরী

স্যালাইন কাণ্ডে মৃত আরও ১

কলকাতা, ১২ মে : দীর্ঘ চার মাসের লড়াই শেষে মৃত্যু হল মেদিনীপুরের অসুস্থ প্রসূতি নাসরিন খাতুনের। স্যালাইন কাণ্ডে অসুস্থ হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁকে আনা হয়েছিল। তাঁর ডায়ালিসিস চলছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ডায়ালিসিস নিতে না পেরে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওর হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে পরিবার।

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে স্যালাইন বিতর্কের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৫ প্রসূতি। ওই সময় মামণি রুইদাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। নাসরিন সহ ৩ প্রসূতিকে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২ জন সুস্থ হয়ে উঠলেও নাসরিনের চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৫২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৯ বৈশাখ ১৪৩২

নিষেধাজ্ঞার চার কারণ

রণহুংকারের আবহে ভারতীয় উপমহাদেশে আরও একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কাণ্ড ঘটে গেল সন্তর্পণে। বিশ্বের চোখ যখন ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের দিকে, তখনই বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়ে গেল আওয়ামী লিগের সমস্ত তৎপরতা। জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র ও ইসলাম ধর্মের নাম নিয়ে সক্রিয় মৌলবাদী নেতাদের ইচ্ছাপূরণ হল। তাঁরা কার্যত চাপ দিয়ে ইউনূস সরকারকে বাধ্য করলেন এই সিদ্ধান্ত নিতে। পড়শি দুই দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই খবরটি তেমন গুরুত্বই পেল না।

অথচ আওয়ামী লিগের ওপর নিষেধাজ্ঞা উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতিতে নিঃশব্দে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা। যার প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা উপমহাদেশে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যদি না জুলাই অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করার মতো আরও একটি শক্তি জন্ম নেয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লিগ গণতন্ত্রকে পদদলিত করার দিকে চলে গিয়েছিল বটে। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঝোঁক তৈরিও হয়েছিল।

কিন্তু এতে তো কোনও সন্দেহ নেই যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে একসময় আওয়ামী লিগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই দলের নেতৃত্বে বিখ্যাত ছয় দফা দাবিসনদ অবিভক্ত পাকিস্তান জমানাতেও ছিল গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক দলিল। যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বীজ রোপণ করে পরিচর্যা চলেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তারপর বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীন দেশের প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্তত সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে ও মৌলবাদের বিরোধিতায় সক্রিয় ভূমিকা ছিল দলটির।

আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবি ও তার বাস্তবায়নকে এই নিরিখে বিচার করা প্রয়োজন। দলটিকে ফ্যাসিবাদী অজুহাতে নিষিদ্ধ করা হল। তবে সেটাই সব কারণ নয়। ফ্যাসিবাদী তকমাটি দিয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতরা এবং তাদের সমর্থনে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন উপদেষ্টাদের সরকার। যে সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। একবার দেখে নেওয়া যাক, সরকারকে চাপ দিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার পিছনে কী কী কারণ থাকতে পারে।

প্রথমত, আওয়ামী লিগের প্রতি এখনও বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে টিকে থাকা সমর্থন। শুধু ধান্দাবাজ, দালাল, পরজীবী কিছু নেতা-কর্মী নয়, দেশটার আমজনতার মধ্যে এখনও দলটাকে নিয়ে আবেগ কম নয়। তাছাড়া যাঁরা আওয়ামী লিগের কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও ছাত্র জনতা নামের আড়ালে অগণতন্ত্রী কার্যকলাপ, দেশজুড়ে অরাজকতা পরিস্থিতি, তা ঠেকাতে সরকারের ব্যর্থতা শুধু নয়, অনিচ্ছা প্রকট হয়ে ওঠায় নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছেন।

দ্বিতীয়ত, যত দোষ ও অন্যায়ই নেতারা করে থাকুন, আওয়ামি লিগ টিকে থাকার অর্থ গণতন্ত্রের বীজ বাংলাদেশের মাটিতে থেকে যাওয়া। ভারতের সঙ্গে সহাবস্থানের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকা। ধর্মনিরপেক্ষতার আবহ কিছুটা হলেও প্রাসঙ্গিক থেকে যাওয়া। মৌলবাদী শক্তি এসবের ঘোর বিরোধী। মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের বদলে শরিয়ত রাজনীতিতে দেশকে পরিচালনার মনোভাব যাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়েও বজায় ছিল। তাদের সেই লক্ষ্যপূরণে বাধা একমাত্র আওয়ামী লিগ।

তৃতীয়ত, জুলাই অভ্যুত্থানকারী শক্তি ভোটে জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী নয়। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হলে আওয়ামী লিগ আবার ক্ষমতায় চলে আসতে পারে বলে তাদের মনে ভয় আছে। প্রথমদিকে দলটিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির (বিএনপি) আপত্তি থাকলেও শেষপর্যন্ত সরকারের সিদ্ধান্তকে তাদের স্বাগত জানানোর পিছনেও আছে সেই একই ভয়।

চতুর্থত, ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি, সহাবস্থানের পরিবেশকে স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। যদিও সমর্থনের ভিত্তি ভালো থাকলেও আওয়ামী লিগ জিতে যাবে- এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। সেই ভয়ে আওয়ামী লিগের কফিনে পেরেক পোঁতার এমন প্রয়াস। যদিও নিষিদ্ধ করলেই মানুষের মন থেকে কোনও শক্তিকে আমূল উৎখাত সম্ভব নয়। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করার ফল ভুগেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যেখানে সংযম নাই, সেখানে সত্য ও সাধনা নাই- এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা বিশেষ কোনও সৎকার্য হইতে পারে না। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

উচ্ছেদ হওয়া মানুষ কোথায় যায়

২০২২ ও ২০২৩ সালে দেশে ভাঙা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩,৮২০ বাড়ি। মাথার ছাদ হারান প্রায় ৭ লক্ষ ৩৮,৪৩৮ জন।

মৌমিতা আলম

যে কোনও পাহাড়ের মূল শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে বেরোলেই শহর গিলে ফেলা কোলাহল ফিকে হয়ে আসে। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তায় জড়ানো আদিম অকৃত্রিম গন্ধে নিজেদের ময়লা জমা মনের আভরণের স্তর খুলে পড়ে একটু একটু করে। দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের বুকে এক খণ্ড সাদা মেঘ যেমন হাঁসের মতো চরে, সেরকমই মন ভেসে বেড়াতে চায় দিগন্তে।

শিলং থেকে মেঘালয় ট্যুরিজমের বাস চেরাপুঞ্জির দিকে রওনা দিল। শহর পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রাম পেরোচ্ছি এক-এক করে। কিন্তু কিছুতেই যেন সেই আদিম গন্ধ আর নিস্তব্ধতা নেই। বরং তখন মেঘালয় যেন বেশ রুক্ষ, ভীষণরকম অসহ্য। চারিদিকে শুধুই বড় বড় গর্ত। বুলডোজার বড় বড় দৈত্যাকার হাত আর দাঁত দিয়ে খুবলে খুবলে তুলছে পাহাড়ের পেট থেকে বড় পাথর, বালি আর মাটি।

বুলডোজার দেখলেই কেমন জানি অস্বস্তি হয়। এক অপরাজেয় শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্বলতার আশ্বাস। মনে পড়ে এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনের মুখ আফরিন ফাতিমার বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে বহুতল বাড়িটি। কিংবা বুলডোজারের সামনে হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া ৭৪ বছর বয়সি বৃন্দা কারাত। কোর্টের অর্ডার সত্ত্বেও সেদিন নয়াদিল্লির জাহাঙ্গিরপুরী এলাকায় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছিল দাঙ্গায় অভিযুক্তদের বস্তি বাড়ি। বৃন্দা আর বেশ কিছু আইনজীবীর তৎপরতায় সেদিন বেঁচে যায় সারাজীবনের মাথার ঠাঁই সেই বাড়িগুলি।

এই দাঁত খিঁচিয়ে বাড়ি ভাঙতে আসা বুলডোজারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি শব্দ - জাস্টিস। বুলডোজার জাস্টিস বা বুলডোজারের মাধ্যমে ন্যায় সাম্প্রতিককালে চালু হওয়া একটা শব্দবন্ধ। দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া শুরু হয় ২০১৭ সালে প্রথম উত্তরপ্রদেশে। আর আমরা সকলেই জানি অভিযোগ আর প্রমাণিত হওয়ার মধ্যে থাকে রাজনৈতিক সমীকরণ, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যায় শাসকের পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ২০১৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০২০ সালের মধ্যেই অপরাধী বিকাশ দুবে, রাজনীতিক ও গ্যাংস্টার মুখতার আব্বাস ও আতিক আহমেদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেন। একে একে দাঙ্গায় অভিযুক্ত থাকলেই বাড়ি ভেঙে দেওয়া শুরু হয় মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ডেও। বুলডোজার জাস্টিস যা আদতে চরম প্রতিশোধস্পৃহার প্রতিফলন ও আস্ফালন, তা অচিরেই স্বাভাবিক মনে হতে থাকে বাড়তে থাকা ঘৃণার আবহে।

ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে বলে ১৩ নভেম্বর, ২০২৪, বিচারপতি গাভাই এবং কেবি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি উপযুক্ত প্রক্রিয়া না মেনে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া অসাংবিধানিক। এই রায়ে অবৈধ বসবাসকারী অভিযোগে বস্তি ভাঙা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। দেশের বিশিষ্ট পত্রিকা ফ্রন্টলাইন এক বছর সমীক্ষা চালিয়ে জানায়, ২০২৪ সালে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা বাড়ির বেশিরভাগই অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিযোগে। বেশিরভাগ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে 'উন্নয়ন' নামে।

আসলে এদেশে উন্নয়ন আর সৌন্দর্যায়নের বলি হন বস্তিবাসী। যাঁদের উন্নয়নে হতে পারে দেশের উন্নয়ন, তাঁদের ছেঁটে ফেলে চলে উন্নয়নের রথ। ঘিঞ্জি, নোংরা বস্তি - উন্নয়নের অংশ হয় কেমন করে! ক্রমশ বাড়তে থাকা শ্রেণিবৈষম্যে উন্নয়ন বলতে বোঝায় বড় বাবুদের আকাশছোঁয়া বাড়ি। হাউজিং অ্যান্ড ল্যান্ড রাইটস নেটওয়ার্কের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ ও ২০২৩ এই দু'বছরেই শুধু ভেঙে ফেলা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩,৮২০ বাড়ি। ফলে মাথার ছাদ হারিয়েছেন প্রায় ৭ লক্ষ ৩৮, ৪৩৮ জন। এই তথ্য বলছে, যাঁদের ঘর ভাঙা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ মুসলিম, ২৩ শতাংশ আদিবাসী জনজাতি এবং ১৭ শতাংশ অনগ্রসর জনজাতির মানুষ।

তথ্য বলছে, যাঁদের ঘর ভাঙা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ মুসলিম, ২৩ শতাংশ আদিবাসী জনজাতি এবং ১৭ শতাংশ অনগ্রসর জনজাতির মানুষ। কোথায় যায় এই বাস্তুহারা মানুষগুলো? নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। যা কিছু নিতে পারে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া বাড়িগুলো থেকে, তা নিয়ে আবার কোনও ফুটপাথের কোনায় কিংবা বট গাছের নীচে কিংবা ডাম্প ইয়ার্ডে প্লাস্টিকের তলায় আশ্রয় নেবে।

কোথায় যায় এই বাস্তুহারা মানুষগুলো?

নিঃশব্দে হারিয়ে যায়। যা কিছু নিতে পারে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া বাড়িগুলো থেকে, তা নিয়ে আবার কোনও ফুটপাথের কোনায় কিংবা বট গাছের নীচে কিংবা ডাম্প ইয়ার্ডে প্লাস্টিকের তলায় আশ্রয় নেবে। যতক্ষণ না আবার কোনও বুলডোজারের হাত গুঁড়িয়ে দেবে আশ্রয়। কর্তৃপক্ষ বৈধ-অবৈধ কাগজের মাঝে ঘরের উষ্ণতা বোঝে না। খরা, বন্যা, দেশভাগ, খিদে, কাঁটাতারের যন্ত্রণা কোনও কাগজে লেখাও থাকে না।

কোনও শব্দ আসে না এই 'অবৈধ' মানুষগুলোর অবস্থান থেকে। পুরোনো আবাসের সব স্মৃতি মুছে আবার নতুন করে ভেসে থাকতে চায়। একদিন সব হারিয়ে, সব ভুলে হয়তো তারাও সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পের সেই চরিত্রের মতো বলবে - মা খু চিহল ও পঞ্চম হস্তম - আমি ৪৫ নম্বর কয়েদি। এই বিশাল ভূখণ্ডের ভিটেহারা কয়েদিরাও ঠিক এমন। নামঠিকানাহীন অস্তিত্ব। তাদের অস্তিত্ব ক্ষণিক সাড়া জাগালেও হারিয়ে যায় দ্রুত স্মৃতি থেকে। মনে পড়ে সেই দৃশ্য, উচ্ছেদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মৃত এক ব্যক্তি, আর সেই মৃতদেহের ওপর লাফাচ্ছে এক ফোটোগ্রাফার। ২০২১ সালে, আসামের সিপাঝাড়ের ঘটনা।

এই যে দ্বেষ, যা মৃত্যুর পরেও এক মৃতদেহকে মানুষের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে, তা ফুলেফেঁপে বাড়ছে রাষ্ট্রীয় মদতে। জেলের নামও সংশোধনাগার। আশা করা হয়, একজন সাজাপ্রাপ্ত ক্রিমিন্যালও তাঁর ভুলের সাজা পেয়ে সংশোধিত হয়ে ফিরে আসবে মূলস্রোতে। শুধুমাত্র অভিযুক্ত বা যদি প্রমাণিত ক্রিমিন্যালও হয়, তাঁর ঘর বুলডোজার চালিয়ে তছনছ করে দিলে তার অস্তিত্ব মুছে দেওয়া হয়, মুছে ফেলা হয় তার মূলস্রোতে ফিরে আসার সমস্ত সম্ভাবনা। আর অবাক করা বিষয় হল, সেটা হয় ন্যায়ের নামে। প্রতিশোধকে যখন ন্যায়ের নামে চালানো হয়, তখন সেই ন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্র তার সমস্ত হাত দিয়ে বুলডোজার জাস্টিসের স্বাভাবিকরণ করে ফেলেছে বাড়তে থাকা 'মব' বা উন্মত্ত জনতার কাছে। যে জনতা ঘৃণা গিলে শুধু শত্রু খুঁজছে। সেই শত্রু কখনও প্রতিবেশী, কখনও নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষ। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের প্রকাশ্য জনসভায় ভক্তরা প্রায়শই হাজির হন বুলডোজারে চেপে, বাজতে থাকে ক্রমশ জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠা এইচ পপ বা হিন্দুত্ব পপ গান। বুলডোজার বাবা চাপ রহে হ্যায়, মাফিয়া ভাগ রহে হ্যায়।

ভারতে বুলডোজারের একটা বিশাল অংশ তৈরি করে ব্রিটিশ কোম্পানি জেসিবি। জেসিবি এতটাই পরিচিত নাম এখন, যে গ্রামে মানুষ বুলডোজার না বলে জেসিবি বলে। যে জেসিবি ভাঙার মূলে, তারাই আবার সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারতে এক সাহিত্য পুরস্কার দেয়। গতবছর একশোজনের বেশি কবি, লেখক ও সাহিত্যিক জেসিবি পুরস্কারের আয়োজকদের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি দেয়। যে চিঠিতে সই করেন বিখ্যাত কবি কে সচ্চিদানন্দন থেকে মীনা কান্ডাস্বামী সহ অনেকেই।

হাস্যকর হলেও সত্যি, যে কোম্পানি মানুষের ভিটেমাটি উচ্ছেদের জন্য দায়ী, তারাই ভারতীয় বহুত্ববাদ নিয়ে লেখা সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দিচ্ছেন!

প্রশ্ন থেকেই যায় যে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ সব কোথায় যায়? মনে পড়ে যাবে, বাগ্রাকোট পাহাড়জুড়ে বা তিস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বুলডোজার। তিস্তার ব্রিজে সারি বেঁধে চলা বুলডোজার দেখে মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এত জেসিবি কোথায় যায় মা? আমি বলে ফেলেছিলাম আনমনে, উন্নয়নে।

যে উন্নয়নে শুধু উচ্ছেদ হওয়া মানুষ, গাছ, ময়ূর, হরিণ এদের জায়গা নেই। ঠাঁই নেই আট বছরের অনন্যা যাদবের। উত্তরপ্রদেশের অনন্যার বাড়ি যখন ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছিল, সে সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে ছুটে গিয়েছে তার বইয়ের ব্যাগটি নিয়ে আসতে। সে আইএএস অফিসার হয়ে দেশকে বাঁচাতে চায়। আর অনন্যাদের বাঁচাবে কে?

ওই দূরে দাঁড়িয়ে বুলডোজার।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৪৭

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় বিশিষ্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের।

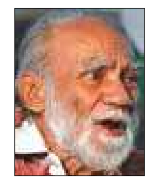

২০১১

বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

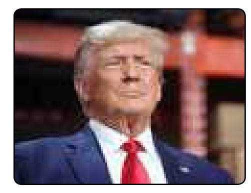

ভারত ও পাকিস্তান হামলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে বাণিজ্যের কথা ভেবে। আমি দুটো দেশকেই বলে দিয়েছিলাম, হানাহানি বন্ধ হলেই আমি তোমাদের সঙ্গে অনেক ব্যবসা করব। এসব থামাও, এসব থামাও। থামালেই আমরা ব্যবসা করব। এসব না থামালে আমরা কোনও ব্যবসা করব না। আমরা একটা সম্ভাব্য নিউক্লিয়ার যুদ্ধ থামালাম।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

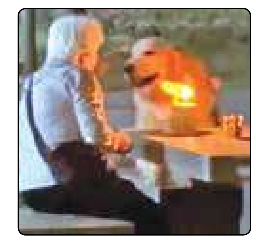

পোষ্যের জন্মদিন। পার্কের টেবিলে রাখা কেক। তার ওপর জ্বলছে মোমবাতি। সামনে বসে এক বৃদ্ধা। পাশে পোষ্য ল্যাব। হাততালি দিয়ে বৃদ্ধা প্রিয় পোষ্যের জন্মদিন পালন করছেন। তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুকুরটি।

ভাইরাল/২

পাহাড়ি রাস্তায় মারমোট প্রজাতির দুই কাঠবিড়ালীর পেশি আস্ফালন। রাস্তার মাঝে তারা মারামারি করছিল। একজন আরেকজনকে গলাধাক্কা দিচ্ছে। তাদের কুস্তির জেরে রাস্তায় গাড়ির লাইন লেগে যায়। প্রাণী দুটির অবশ্য ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

জনমন
জনমত

নদীর চরে গাছ লাগানো হোক

সংবাদমাধ্যমে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বিভিন্ন নদীর চর দখলের খবর প্রায়ই দেখা যায়। বিষয়টি শহরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিছু নদী দখলের কারণে ছোট নালায় পরিণত হয়েছে। সরকারি সাইনবোর্ড থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষিত করে দখল হয়ে যাচ্ছে। ভৌগোলিক কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয় এবং অনেক এলাকাজুড়ে চড়া পড়ে যায়, যেখানে ভরা বর্ষায় ও নদীর জল আর প্রবাহিত হয় না। সেই চড়া পড়ে যাওয়া জায়গায় যদি বৃক্ষরোপণ করা হয় তাহলে শহর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাশ দিয়ে কয়েক কিলোমিটার অবধি সবুজায়ন করা সম্ভব এবং দখলদারিও বন্ধ করা যাবে। এতে নদী ও শহরের সৌন্দর্য বাড়বে।

শিলিগুড়ির মতো শহরে রাস্তাগুলি ছোট হওয়ায় গাছ লাগানোর জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় মহানন্দা, বালাসন ও অন্যান্য নদীর চরে কয়েক লক্ষ বৃক্ষরোপণ করলে শহরবাসীকে কিছুটা হলেও বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হবে এবং সরকারি জমি দখলমুক্ত থাকবে।

দীপু দাস, শিলিগুড়ি।

জুয়াচক্রের মায়াজাল

বর্তমান তরুণসমাজের অধিকাংশ এখন অনলাইন গেমিংয়ের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। সেই গেমিং লাইনে কিশোর থেকে শুরু করে প্রবীণরাও যোগ দিচ্ছেন। সমাজের একটা বড় অংশ নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ছে জুয়াচক্রের মায়াজালে। কিন্তু এই মায়াজাল থেকে বেরোনোর পথ খুব কঠিন। সমাজের বড় বড় সেলেব্রিটি থেকে শুরু করে হালফিলের জনপ্রিয় ইউটিউবার সকলেই এইসব কোম্পানির প্রচার করছে। সমাজের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা তাঁরা বিরাট অঙ্কের টাকায় বিক্রীত হচ্ছেন। নিজেদের পকেটে ভরছেন সাধারণ মানুষের জুয়ায় হারা কোটি কোটি টাকা। সরকার এই চক্রগুলির থেকে মোটা টাকা ট্যাক্স আদায়ের নামে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

অতি আধুনিকতার যুগে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র সমাজে, লটারি এবং এই অনলাইন গেমিংয়ে সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে প্রচুর সাধারণ মানুষ ও পরিবার, যা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত উঠে আসছে। আমাদের নিজেদের ও চারপাশের মানুষজনকে সতর্ক ও সচেতন করা ছাড়া এই জুয়াচক্রের মায়াজাল থেকে মুক্তির উপায় নেই।

পূর্ণেন্দু রায়, উত্তরপাড়া, হলদিবাড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে নারী নিগ্রহ সবচেয়ে চিন্তার

শিক্ষক, সাংবাদিক এমনকি পুলিশ, যে কোনও পেশার মহিলাদের চরম হেনস্তার সামনে পড়তে হচ্ছে নতুন বাংলাদেশে।

মীর রবি

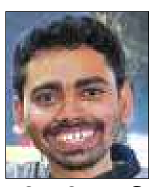

আরবের ইতিহাসের আইয়্যামে জাহেলিয়াত এখন বাংলাদেশে। জুলাইয়ের পরপরই জাহেলিয়ার যুগে প্রবেশ করেছে তারা। সেখানে আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধকরণ এবং মৌলবাদের উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের জন্য বড় চিন্তার বিষয়। অধিক চিন্তা নারী স্বাধীনতা নিয়ে। ইউনূস শাসনামলের মাস না পেরোতেই নারী বিদ্বেষ অনেক বেশি বাড়তে শুরু করে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মহামারি রূপ নিয়েছে।

বাংলাদেশে চলতি বছরের এপ্রিলেই ৩৩২ জন নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১১ জন। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও হত্যার এমন চিত্র কোনও সভ্য রাষ্ট্রে হতে পারে না। পৈশাচিকতাকেও ছাড়িয়েছে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনাসমূহ। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনওভাবেই আইনের শাসনের ইঙ্গিত বহন করে না। মব সন্ত্রাস, মোরাল পুলিশিং এবং স্বেচ্ছাচারিতার চরম পর্যায়ে পর্যুদস্ত বর্তমান বাংলাদেশ। এর প্রধান শিকার স্বাধীনচেতা নারী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী। উগ্র ইসলামপন্থীদের দ্বারা নানা অঙ্গনে আক্রমণের শিকার হচ্ছে তারা। চলমান ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে অঘোষিত তালিবানি রাষ্ট্র কাঠামোকেই প্রকাশ করছে। সবখানেই স্বঘোষিত তালিবানি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে মৌলবাদীরা।

সাম্প্রতিক এর বড় উদাহরণ সরকারের নারী কমিশন নিয়ে হেপাজত সহ সমমনা মুসলিম দলগুলোর বিরোধিতা এবং জনসমাবেশে মুক্ত নারীদের অকল্পনীয়ভাবে পতিতা ঘোষণা। সরকার যেসব কমিশন গঠন করেছে, তন্মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিটিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের ভেতর নারী কমিশন নিয়ে ভালো কিছুর আশাবাদী নন নারী অধিকারকর্মীরা। একে লোকদেখানো বলেই মনে করা হচ্ছে। সেটাকে আরও পরিষ্কার করে তুলেছে এরই বিরুদ্ধে মাঠে নামা সরকার-ঘনিষ্ঠ উগ্রবাদীদের সমাবেশ।

এসবের মধ্য দিয়ে তালিবানি কায়দায় ঘরবন্দির সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। সেরূপ শাসন ব্যবস্থাও লক্ষ করা যাচ্ছে। এই তো নারী অধিকার নিয়ে কথা বলায় একজন নারী অধ্যাপক জনরোষের শিকার হয়েছেন। তথাকথিত সালিশি বৈঠকে তাঁকে পর্দাপ্রথায় বাধ্য করা হয়েছে। 'এখানে নারী সাংবাদিক গ্রহণযোগ্য নয়' উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়েই ইসলামি দলগুলোর সভা, সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন থেকে নারী সাংবাদিকদের বের করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারী পুলিশও মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের হাতেই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন নারী শিক্ষকরা। পর্দা না করে আধুনিক পোশাক পরায় প্রকাশ্যে পেটানো হচ্ছে। পেশাজীবী নারীদের হেনস্তা ক্রমশই বেড়েছে। পোশাক সহ নানা অজুহাতে নারীকে নির্যাতনের চিত্র এখন অহরহ।

অপরাধগুলো সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ঘটছে। সামাজিক মূল্যবোধ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, পারিবারিক বন্ধন দিন-দিন উগ্র ধর্মাশ্রয়ী হয়ে ওঠায় লোপ পেয়েছে। সভাসমাবেশ, ওয়াজ সহ অনলাইনে নারীকে হেয় করে বক্তব্যদান এবং বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করে যেভাবে নারীবিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, তা নারীর সম্মানকেই খাটো করছে কিংবা জীবননাশের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রকে অন্ধকার যুগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রবণতার কোনও পরিবর্তন না হলে বাংলাদেশের নারীরা আফগানিস্তানের নারীদের মতোই বিশ্বের কাছে উদাহরণ হবে।

(লেখক বাংলাদেশের সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৮

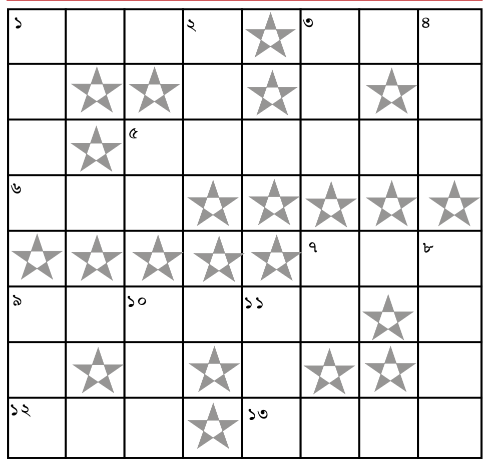

পাশাপাশি : ১। বোকা, স্থূলবুদ্ধি ৩। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৫। রসিক বা রঙ্গপ্রিয় বন্ধু বা সঙ্গী, আড্ডার সঙ্গী ৬। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ৭। মহামারি ৯।অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে দণ্ডধারী ভৃত্য, চোবদার, রাজদণ্ডধারী ১২। নির্দয়, নির্মম, গুরুতর, কড়া ১৩। অত্যন্ত শক্তিশালী, অতিশয় বলবান।

উপর-নীচ : ১। আচার-আচরণ, চালচলন, আকার-ইঙ্গিত ২। বেদিয়া-এর রূপভেদ ৩। উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত উৎসব ৪। মাছ ধরার লোহার কাঁটাবিশেষ ৫। বাণী, সরস্বতী, পৃথিবী, বুধের পত্নী ৭। মরণশীল, অনিত্য, নশ্বর ৮। মধুর শব্দ ৯। আদা ১০। বৎসর, বারোমাস, সন ১১। দৈত্য, অসুর, দনুজ।

সমাধান ■ ৪১৩৭

পাশাপাশি : ১। বন্দনা ৪। নালিক ৫। ধাম ৭। কানন ৮। কথান্তর ৯। ধড়িবাজ ১১। একক ১৩। মল্ল ১৪। দাম্ভিক ১৫। দায়িক।

উপর-নীচ : ১। বর্তিকা ২। নানান ৩। তুকতাক ৬। মন্দার ৯। ধড়াম ১০। জন্মদাতা ১১। একদা ১২। কণ্টক।

বিন্দুবিসর্গ

সংঘর্ষ বিরতি বাণিজ্য বন্ধের হুমকির ফল!

ভারত-পাক নিয়ে ট্রাম্পের দাবিতে চাঞ্চল্য

ওয়াশিংটন, ১২ মে : দিনকয়েকের হামলা-পালটা হামলার পর সাময়িক সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। শনিবার বিষয়টি প্রথম জনসমক্ষে এনেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘাত বন্ধের জন্য খোলাখুলি কৃতিত্ব দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, তাঁর চাপেই মিলেছে সাফল্য।

সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ভারত, পাকিস্তান দুই দেশকেই তিনি বুঝিয়েছিলেন যে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে কারও সঙ্গে বাণিজ্য করবে না আমেরিকা। আর্থিক ক্ষতির কথা মাথায় রেখেই নাকি ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষনেতারা ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। ট্রাম্পের বক্তব্য, 'আমি বলেছিলাম, আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে বড় অঙ্কের বাণিজ্য করতে চায়। এজন্য চলতি সংঘর্ষে রাশ টানা জরুরি। যদি আপনারা এটা (সংঘর্ষ) বন্ধ করেন তবেই আমাদের পক্ষে বাণিজ্য করা সম্ভব। সংঘাত বন্ধ না হলে সেটা কখনোই সম্ভব হবে না। এরপর হঠাৎ করেই ওঁরা সংঘাত বন্ধ করতে রাজি হয়ে গেলেন।'

> আমি বলেছিলাম, আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে বড় অঙ্কের বাণিজ্য করতে চায়। এজন্য চলতি সংঘর্ষে রাশ টানা জরুরি। যদি আপনারা এটা (সংঘর্ষ) বন্ধ করেন তবেই আমাদের পক্ষে বাণিজ্য করা সম্ভব। সংঘাত বন্ধ না হলে সেটা কখনোই সম্ভব হবে না। এরপর হঠাৎই ওঁরা সংঘাত বন্ধ করতে রাজি হয়ে গেলেন।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

ট্রাম্পের দাবি, তিনি বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক লেনদেনকে যেভাবে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তা অতীতে কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। যদিও এদিন পর্যন্ত দিল্লি বা ইসলামাবাদ কোনও তরফে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য নিয়ে বিবৃতি জারি করা হয়নি। বরং অপারেশন সিঁদুর যে একটি চলমান প্রক্রিয়া, ভারতের তরফে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। তবে ট্রাম্পের মন্তব্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কূটনৈতিক মহলে। ভারত-পাক সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর ঘটনাক্রম থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কথা জানিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। পরবর্তীকালে সেই অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেন খোদ ট্রাম্প। ইতিমধ্যে কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। যদিও আমেরিকার বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর গলায় ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর জট কাটানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন তিনি।

শহিদ বিএসএফ কনস্টেবল দীপক চিঙ্গাখামের শেষকৃত্যে কফিন নিয়ে চলেছেন সতীর্থ জওয়ানরা। সোমবার জম্মুতে।

খুলল জম্মু, শ্রীনগর সহ ৩২ বিমানবন্দর

নয়াদিল্লি, ১২ মে : সংঘর্ষবিরতিতে সহমত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে দেশ। ইতিমধ্যে সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে দোকানপাট খুলে গিয়েছিল। এবার যুদ্ধের আবহে বন্ধ হওয়া উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ৩২টি বিমানবন্দরও খুলে দেওয়া হল। শ্রীনগর, অবন্তীপোরা এবং জম্মু বিমানবন্দরও খুলে গিয়েছে। সোমবার এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

৯ মে থেকে বিমান পরিষেবায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা চালু হয়। তা জারি ছিল ১৫ মে পর্যন্ত। এই সময়ে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এক মুখপাত্র জানান, 'যাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তাই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। নিয়ম মেনেই আবার পরিষেবা শুরু করা হচ্ছে।' ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, তারা ধাপে ধাপে বন্ধ থাকা রুটগুলিতে ফের বিমান পরিষেবা চালু করবে। বাতিল টিকিটের টাকা ২২ মে পর্যন্ত ফেরত পাওয়া যাবে বলেও তারা জানিয়েছে।

ফের খুলে যাওয়া বিমানবন্দরের তালিকায় রয়েছে হরিয়ানার আম্বালা, উত্তরপ্রদেশের হিন্ডন ও সারসাওয়া, গুজরাটের নালিয়া, মুন্দ্রা, জামনগর, হিরাসর, পোরবন্দর, কেশোদ, কান্ডলা ও ভূজ, রাজস্থানের উত্তারলাই, কিষনগড়, জয়সলমের, যোধপুর ও বিকানের, পঞ্জাবের অমৃতসর, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, ভাটিন্ডা, আদমপুর, হলওয়ারা ও পাঠানকোট, হিমাচলপ্রদেশের ভুনতার, সিমলা ও কাংড়া-গগল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর, অবন্তীপোরা, জম্মু, থোইসে ও লে।

ভুয়ো পিএমও কর্মকর্তা ধৃত

তিরুবনন্তপুরম, ১২ মে : অপারেশন সিঁদুর সাময়িকভাবে স্থগিত হলেও ভারত-পাক উত্তেজনা অব্যাহত। এই আবহে কেরলের কোঝিকোড়ের এক ব্যক্তি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে আইএনএস বিক্রান্তের অবস্থান জানতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ। কোচিতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে তথ্য চেয়েছিল সে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম মুজিব রহমান। সে ইলাথুরের বাসিন্দা। ভারতীয় নৌবাহিনীর অভিযোগের ভিত্তিতে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের অধীনে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। কেন আইএনএস বিক্রান্তের অবস্থান সম্পর্কে সে তথ্য জানতে চেয়েছিল, সেই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত চার শিশু সহ ১৩

রায়পুর, ১২ মে : ট্রাক-ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১৩ জন। মৃতদের মধ্যে ৯ জন মহিলা ও চার শিশু। ঘটনাটি ছত্তিশগড়ের রায়পুরে। রবিবার গভীর রাতে একটি অনুষ্ঠান থেকে যাত্রীরা বাড়ি ফেরার পথেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত ১২ জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও তদন্তের আশ্বাস এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

খুনি মা-প্রেমিক

গুয়াহাটি, ১২ মে : ১০ বছরের ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল মা ও তাঁর প্রেমিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি অসমের গুয়াহাটির। রবিবার ঝোপের মধ্যে রক্তমাখা সুটকেসের ভিতর থেকে শিশুটির টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়। খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মা দীপালি রাজবংশী এবং প্রেমিক জ্যোতিময় হালোইকে। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত।

জঙ্গিকে পরিবারের সদস্য বলল পাক সেনা

সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে উলটো সুর পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ১২ মে : পহলগামে নিরীহ পর্যটক খুনে জড়িত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা। তাদের এক জঙ্গির শেষকৃত্যে যোগ দেওয়া 'ভিভিআইপি'দের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আরও এক জঙ্গি। হাফিজ আবদুর রউফ নামে ওই জঙ্গি আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী তালিকায় রয়েছে। তার আশপাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি সেনা, পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতারা। সেই ছবি প্রকাশ করে পাক সেনা। সরকারের সঙ্গে জঙ্গিযোগের দাবিকে পোক্ত করেছে ভারতীয় সেনা ও বিদেশমন্ত্রক।

সোমবার অভিযোগ খারিজ করতে পাক সেনার তরফে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে, তাতে তাদের সন্ত্রাস-যোগই যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে। পাকিস্তান সেনার জনসংযোগ শাখার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধরী জানান, ছবিতে যাকে (রউফ) দেখা গিয়েছে, সে একজন 'পরিবারের সদস্য' এবং 'ধর্মপ্রচারক'। তার জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি দেখিয়ে লেফটেন্যান্ট চৌধরী বলেন, 'লস্কর জঙ্গির শেষকৃত্য হচ্ছে দাবি করে একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে পাক সেনা আধিকারিকদের দেখা গিয়েছে। ওই শেষকৃত্য আসলে একজন সাধারণ মানুষের ছিল। তার পরিবারের সদস্যকে সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। ওই ব্যক্তি একজন ধর্মপ্রচারক।'

ভারত অবশ্য আগেই পাকিস্তানের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি জানান, ভারতের হামলায় বিধ্বস্ত লস্করের সদর দপ্তর মুরিদকেতে আয়োজিত ওই অন্ত্যেষ্টিতে হাজির ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফাইয়াজ হোসেন শাহ (কোর কমান্ডার, চতুর্থ কোর, লাহোর), মেজর জেনারেল রাও ইমরান সাতরাজ ও ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ ফুরকান সাব্বির। পুলিশের পক্ষ থেকে ছিলেন উসমান আনোয়ার (আইজিপি পাক পঞ্জাব)। এছাড়া পাক পঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য মালিক সোহাইব আহমেদ বার্থকেও ছবিতে দেখা গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে একফ্রেমে রয়েছে লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি হাফিজ আবদুর রউফ।

জঙ্গিযোগের কথা অস্বীকার করার পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি নিয়েও বেসুরো পাক সেনা। এর আগে ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছিল, শনিবার দুপুর ৩টে বেজে ৩৫ মিনিট নাগাদ পাকিস্তানের ডিজিএমও ভারতীয় বাহিনীর ডিজিএমওকে হটলাইনে ফোন করে সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করেন। পাকিস্তানি সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধরী অবশ্য তা মানতে রাজি হননি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনারা লিখে নিন, পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করেনি।' তবে পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যে যুদ্ধের জিগির কাম্য নয়, সেকথাও স্বীকার করে নেন তিনি। ওই সেনা মুখপাত্রের দাবি, সংঘাতের পরিস্থিতিতে তাঁরা আগাগোড়া দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতের আক্রমণ প্রতিরোধ করে পালটা জবাব দিয়েছে পাক সেনা।

তথ্য হাতাতে নয়া কৌশল পাকিস্তান গুপ্তচরদের

নয়াদিল্লি, ১২ মে : পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করতে 'অপারেশন সিঁদুর' চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা। সংঘাতের আবহে ওই অভিযান নিয়ে তথ্য হাতাতে ভারতীয় সেনার পরিচয় দিয়ে এদেশের সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষকে ফোন করছে পাকিস্তানি গুপ্তচররা। সব নাগরিককে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে সোমবার এ কথা জানিয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই ধরনের ফোন এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে এদেশের সাধারণ মানুষ, সাংবাদিকদের ফোনটি করা হচ্ছে। সেই নম্বর হল, ৭৩৪০৯২১৭০২। মোবাইলের ফোন নম্বর শনাক্তকরণকারী অ্যাপে নম্বরটিকে 'ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট' বলে দেখানো হচ্ছে। এই নিয়েই সতর্ক করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি করলেও অপারেশন সিঁদুর জারি রয়েছে বলে জানিয়েছেন বায়ু সেনা প্রধান। এবার তারা সতর্ক করে জানাল, এই অভিযান নিয়ে তথ্য চাইলে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, পাকিস্তানি গুপ্তচরেরা ভারতীয় সেনা সেজে এই বিষয়ে তথ্য হাতানোর চেষ্টা করছে।

চিথিরাই উৎসবে ভিড় সাধারণ মানুষের। সোমবার মাদুরাইয়ে।

পাকিস্তানে ৭১ বার হামলা বালোচদের

ইসলামাবাদ, ১২ মে : অপারেশন সিঁদুরে রক্ষা নেই, বালোচরা দোসর।

অপারেশন সিঁদুরের ঘায়ে তছনছ পাকিস্তান। সেই সুযোগে 'স্বাধীনতার যুদ্ধ'কে আরও তীব্র করল বালোচ বিদ্রোহীরা। পাকিস্তানের বালোচিস্তানে এক বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। তাদের দাবি, তারা ৫১টিরও বেশি জায়গায় মোট ৭১টি হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের সেনাঘাঁটি ও গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তরের ওপর।

বিএলএ বিবৃতিতে বলেছে, 'বালোচ প্রতিরোধ কোনও বিদেশি শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে না। আমরা এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের একটি নির্ধারক শক্তি।' তারা আরও দাবি করেছে, 'দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।'

বিএলএর অভিযোগ, পাকিস্তান একদিকে শান্তির কথা বললেও অন্যদিকে সন্ত্রাসকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে। ভারত সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে তারা বলেছে, 'পাকিস্তানের শান্তি, অস্ত্রবিরতি বা ভ্রাতৃত্বের বার্তা সবই প্রতারণা এবং সাময়িক কৌশল।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এই রাষ্ট্রের হাতে রক্ত লেগে আছে, তাদের প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই সেই রক্তে

ভিজে রয়েছে।' বিএলএ মুখপাত্র জিয়ান্দ বালোচ জানিয়েছেন, এই হামলাগুলি এমন সময়ে চালানো হয়েছে যখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বাড়ছিল। বালোচিস্তানের সেনা ঘাঁটি, গোয়েন্দা দপ্তর ও খনিজ পরিবহণযান ছিল হামলার প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কথায়, 'শুধু ধ্বংস নয়, আমাদের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের সংঘবদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সামরিক সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যাচাই করা।'

সংঘাতে ছেদ পড়তেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বই, ১২ মে : ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণায় সোমবার ভারতের শেয়ার বাজারে নজিরবিহীন উত্থান দেখা গেল। দিনভর লেনদেন শেষে বিএসই সেনসেক্স প্রায় ২,৯৭৫ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছোল ৮২,৪৩০-এ, যা ৩.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধির সূচক। অন্যদিকে এনএসই নিফটি ৯১৭ পয়েন্ট বেড়ে ২৪,৯২৫-এ পৌঁছোয়, যাতে বৃদ্ধির হার ৩.৮১ শতাংশ।

এদিনের এই বিশাল উত্থানের পিছনে মূলত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা হওয়ায় সীমান্তে উত্তেজনা কমেছে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা ও চিনের মধ্যে ৯০ দিনের জন্য আংশিক শুল্ক হ্রাসের চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এদিন বাজারের মোট মূলধন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩২.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা। শুক্রবারের শেষে অঙ্কটি ছিল ৪১৬.৪০ লক্ষ কোটি। অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা একদিনেই প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি টাকা সম্পদের মালিক হয়েছেন। এদিকে সংঘর্ষবিরতির জেরে পাকিস্তানের করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ চাঙ্গা হয়েছে।

ইসরোর ১০ উপগ্রহ

ইম্ফল, ১২ মে : ভারতের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১০টি উপগ্রহ একটানা ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে বলে জানালেন ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন।

রবিবার মণিপুরের ইম্ফলে কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নারায়ণন বলেন, 'ভারত আজ মহাকাশেও শক্তিধর হয়ে উঠেছে। ২০৪০ সালের মধ্যে আমাদের দেশের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরি হয়ে যাবে।' তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত ভারতের মাধ্যমে ৩৪টি দেশের ৪৩৩টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি উপগ্রহ দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ কাজ করছে।

ইসরো প্রধান বলেন, 'আমাদের পড়শিদের কথা আপনারা সকলেই জানেন। দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্য নিতেই হবে।' তাঁর কথায়, 'আমাদের দেশের ৭ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল ও উত্তরের সীমান্ত নজরে রাখতে উপগ্রহ ও ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

তাঁর মতে, দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ড্রোন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আওয়ামী লিগের কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা, ১২ মে : আওয়ামী লিগের যাবতীয় কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে নির্দেশিকা জারি করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিনিয়ার সচিব নাসিমুল গনির স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় আওয়ামী লিগের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার পিছনে গত ১৬ বছরে দলটির নানা নেতিবাচক কাজকর্ম এবং জুলাই-অগাস্টের গণহত্যায় তাদের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'সরকার মনে করে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ধারা-১৮(১) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে বাংলাদেশ আওয়ামী লিগ এবং তার সব অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা দরকার।' সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সব ধরনের প্রচার, মিছিল, সভা-সমাবেশ সহ যাবতীয় কর্মসূচি নিষিদ্ধ করার কথা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলন করেছিল এনসিপি, ছাত্রশিবির সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে টানা অবস্থান ও শাহবাগে বিক্ষোভের পর শনিবার রাতে জরুরি বৈঠকে বসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেখানে আওয়ামী লিগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানায় উপদেষ্টা পরিষদ। সোমবার সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা জারি করল সরকার।

কূটনীতিই প্রথম পছন্দ : নারাভানে

পুনে, ১২ মে : যুদ্ধের চেয়ে কূটনীতিকেই বেশি পছন্দ করেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ নারাভানে। তিনি জানিয়েছেন, আদেশ পেলে তিনি অবশ্যই যুদ্ধে যাবেন। তাঁর প্রথম পছন্দ হল কূটনীতি।

পুনেতে এক অনুষ্ঠানে ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে প্রাক্তন সেনাপ্রধানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। নারাভানে বলেছেন, 'যুদ্ধের মধ্যে কোনও রোমান্স নেই। যুদ্ধ বলিউডের সিনেমা নয়। সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা বোঝেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। তাঁদের কাছে যুদ্ধ

> যুদ্ধের মধ্যে কোনও রোমান্স নেই। যুদ্ধ বলিউডের সিনেমা নয়। সীমান্ত অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা বোঝেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। তাঁদের কাছে যুদ্ধ একটা আতঙ্ক।
>
> **মনোজ নারাভানে**

একটা আতঙ্ক। যুদ্ধ বাধলে রাতের আকাশে গোলা দেখলেই সন্ত্রস্ত মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটে। ছুটতে হয় ছোটদেরও।' তাঁর কথায়, যুদ্ধের বলি যাঁরা হয়েছেন তাঁদের স্বজনদের কথা ভাবুন। সারা জীবন তাঁদের মানসিক আঘাত বয়ে বেড়াতে হয়। যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য তাঁরা ভুলতে পারেন না। ২০ বছর পরেও সেইসব দিনের কথা মনে এলে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েন। ঘাম বইতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

প্রাক্তন সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, বহু ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে তা কেন পুরোপুরি যুদ্ধের দিকে গড়াল না? এর উত্তরে নরভনে বলেছেন, 'একজন সামরিক ব্যক্তি হিসেবে যুদ্ধে যেতে বললে আমি অবশ্যই যাব। কিন্তু প্রথম পছন্দ হবে না।'

প্রাক্তন সেনাপ্রধানের বক্তব্য, 'জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে দেশের সব নাগরিক সমান অংশীদার। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য মেটানোকে যেমন প্রাধান্য দিতে হবে, তেমনই নিজেদের মধ্যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ দূর করারও চেষ্টা করা উচিত।'

কর্ণাটকে রহস্যমৃত্যু 'পদ্ম' বিজ্ঞানীর

বেঙ্গালুরু, ১২ মে : রহস্যময় পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল ভারতের বিশিষ্ট কৃষি গবেষক তথা 'ব্লু রেভলিউশন'-এর অন্যতম পথিকৃৎ বিজ্ঞানী সুব্বন্ন আয়াপ্পনের। কয়েকদিন আগে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত এই বিজ্ঞানী আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান। শনিবার তাঁর মরদেহ উদ্ধার হয় কাবেরী নদী থেকে। কর্ণাটকের শ্রীরঙ্গপট্টনার সাই আশ্রমের কাছে নদীতে একটি দেহ ভাসতে দেখা গেলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে সেটি আয়াপ্পনের দেহ বলে শনাক্ত করে পরিবার।

মাইসুরুর বাসিন্দা আয়াপ্পন ৭ মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর স্কুটারটিও নদীর ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, যা মৃত্যুরহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। শ্রীরঙ্গপট্টনা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ভারতের মৎস্য চাষ ও সামুদ্রিক সম্পদ উৎপাদনে বিপ্লব ঘটানোর নায়ক হিসাবে মনে করা হয় বিজ্ঞানী আয়াপ্পনকে। তিনি মাছচাষের উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন করে ভারতের উপকূল ও স্থলভাগ—দুই অঞ্চলেই কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন । পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিলেন দেশকে। এই অবদানের জন্য ২০২২ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে।

জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি জাতীয় পরীক্ষাগার স্বীকৃতি বোর্ডের (এনএবিএল) চেয়ারম্যান এবং ইম্ফলের সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান মৃত বিজ্ঞানীর।

বাণিজ্য যুদ্ধে রাশ টানতে রাজি আমেরিকা-চিন

১১৫ শতাংশ শুল্ক কমাচ্ছে দু'পক্ষ

জেনেভা, ১২ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধে রাশ টানল আমেরিকা ও চিন। সম্প্রতি সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায় আলোচনায় বসেছিলেন দু'দেশের প্রতিনিধিরা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, উভয়পক্ষ একে অন্যের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ১১৫ শতাংশ কমাবে। আপাতত ৯০ দিনের জন্য সিদ্ধান্তটি কার্যকর থাকবে। বর্তমানে আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ ১৪৫ শতাংশ। চিনে আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে ১২৫ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। নতুন চুক্তির ফলে তা যথাক্রমে ৩০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশে নেমে আসবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আমেরিকা-চিন আর্থিক সম্পর্কে বড়সড়ো ফাটল ধরেছে। চিনা পণ্যের ওপর ধাপে ধাপে শুল্ক বাড়ানোর পথে হেঁটেছে ট্রাম্প সরকার। আমেরিকার পণ্যে পালটা শুল্ক আরোপ করেছে চিনও। পর্যবেক্ষকদের মতে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির জন্য কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। চিনের সঙ্গে শুল্ক সমঝোতাকেও সাফল্য বলে প্রচার করবেন তিনি। সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে রবিবার ট্রাম্প লিখেছেন, 'সুইৎজারল্যান্ডে চিনের সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক ফল দিয়েছে। দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে নানা ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছি।'

অর্থনীতিবিদদের একাংশের বক্তব্য, আমেরিকা ও চিন যেভাবে শুল্ক কমাতে রাজি হয়েছে, তা চমকপ্রদ। কিন্তু এখনও আমেরিকায় চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের পরিমাণ যথেষ্ট চড়া।

এই হার বজায় থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সেখানে চিনা পণ্যের চাহিদা কমতে পারে। যার গভীর প্রভাব পড়বে সেদেশের উৎপাদন শিল্পে। সেক্ষেত্রে আমেরিকায় বাজার ধরার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে ভারত, ব্রাজিলের মতো দেশ।

ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়ালেন প্রিয়াংকা

মাথাটা উঁচুতে তুলে রেখো। পা'টা মাটিতে শক্ত করে গেঁথে রেখো। কে কী বলল, কানে দিও না। নিজের পথে এগিয়ে যাও। এভাবেই দেখবে, একদিন তুমি ঠিক তোমার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছো। ঠিক এই কথাটাই লিখেছিলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। কাকে জানেন? এ বার্তা তিনি পাঠিয়েছিলেন ইব্রাহিম আলি খানকে। হ্যাঁ, সইফ আলি খানের ছেলে ইব্রাহিম। তাঁর প্রথম ছবি 'নাদানিয়া'র মুক্তি প্রসঙ্গে এক আলোচনায় এতদিন পর এই কথাটা জানালেন ইব্রাহিম। তিনি বলছেন যে, প্রিয়াংকার এই বার্তাটা তাঁকে পথ দেখিয়েছে। নিজের কাজটা কীভাবে করতে হয়, সেটা শিখিয়ে দিয়েছে। এই বার্তাটা তাঁর প্রেরণা।

প্রিয়াংকা জানিয়েছেন যে, ইব্রাহিম আর খুশি কাপুরের 'নাদানিয়া' তিনি দেখবেন। ইব্রাহিমের 'ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল' বলে মনে করেন প্রিয়াংকা। সে কথাটাও ইব্রাহিমকে আরো সাহস জুগিয়েছে। একদিকে তাঁর বাবা সইফ আলি খান, অন্যদিকে প্রিয়াংকা। দুদিকে এই দুজন মানুষ তাঁকে ধরে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন ইব্রাহিম। তাঁর বাবার বার্তা হল, 'কোনও কম্প্রোমাইজ নয়', প্রিয়াংকা চোপড়ার বার্তা হল, 'কোনও দুশ্চিন্তা নয়'। আপাতত এই দুই বার্তাকে সম্বল করেই এর পরের ছবিতে হাত দেবেন ইব্রাহিম আলি খান।

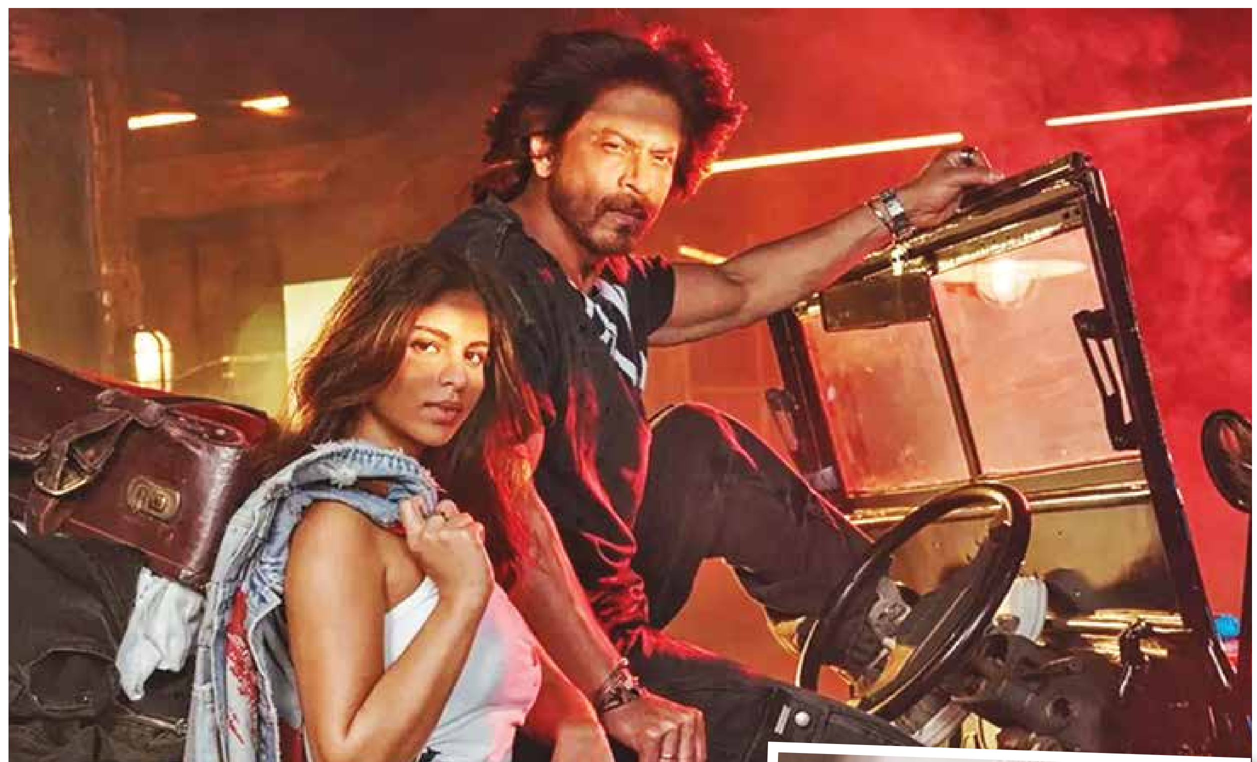

কিং অনিল

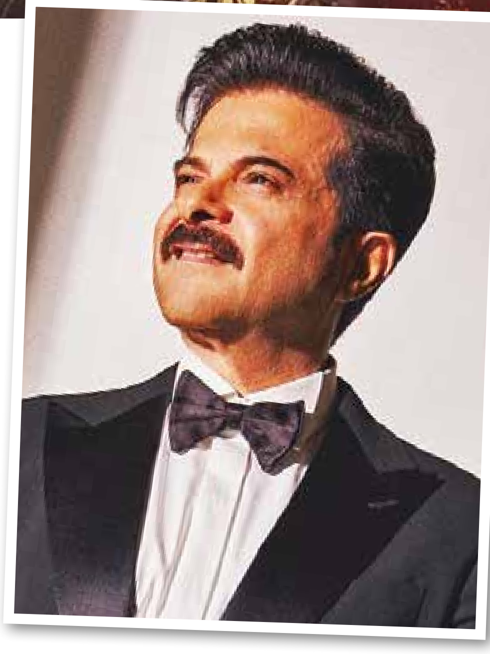

কিং নিয়ে বেশ চর্চা হচ্ছে। শাহরুখ খানকে দেখা যাবে এই অ্যাকশন ছবিতে, সঙ্গে আবার তাঁর কন্যা সুহানা খান, ভিলেন চরিত্রে অভিষেক বচ্চন। এর ওপর যোগ হয়েছে নতুন খবর। জানা গিয়েছে, অনিল কাপুর ছবিতে বিশেষ ভূমিকায় থাকবেন। তিনি হচ্ছেন শাহরুখ খানের মেন্টর বা পরামর্শদাতা। সূত্রের খবর, শাহরুখ এখানে একজন হত্যাকারী বা খুনি, তারই পথপ্রদর্শক হচ্ছেন অনিল। অনেক অভিনেতার নাম আলোচনায় উঠে এসেছিল, কিন্তু নির্মাতার অনিলকেই বেছেছেন। অনিলও এই বড় বাজেটের ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে কাজ করার আনন্দে মশগুল। ছবিটি চলতি বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি পেতে পারে। ১০০ দিন টানা শুটিং হবে। আগামী ২০ মে মুম্বাইয়ে প্রথম শিডিয়্যুলের শুটিং হবে। এরপরের শুটিং ইউরোপে। এখনকার দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী গল্প ও চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে। শাহরুখকে দেখা যাবে ভীষণই রুক্ষ চরিত্রে, এভাবে তাঁকে আগে দেখা যায়নি। তাঁর চরিত্রের রুক্ষতাকে মাথায় রেখে অ্যাকশন কোরিয়োগ্রাফি হয়েছে। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের অন্য ছবির কাজের জন্য এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যের যুদ্ধের জন্য কিং-এর শুটিং ১৬ মে থেকে পিছিয়েছে। জানা গিয়েছে, ববি দেওল ও রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত বিচ্ছু ছবির আদলে তৈরি হচ্ছে কিং। ববির চরিত্রেই আসছেন শাহরুখ, রানির চরিত্রে সুহানা। তবে এই নিয়ে নির্মাতারা কোনও কথা বলেননি।

মাওরার সঙ্গে কাজ না করার কারণ

সনম তেরি কসম ছবিতে হর্ষবর্ধন রাণে আর পাকিস্তানের মাওরা হোসেন অভিনয় করেন। সম্প্রতি ছবি দ্বিতীয়বার মুক্তি পেয়ে ভালো ব্যবসাও করে। ইতিমধ্যে পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং তার উত্তরে ভারতের সে দেশের সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মাওরা ভারতের আক্রমণকে কাপুরুষোচিত বলে নিন্দা করেন। ফলে হর্ষবর্ধন, মাওরা-র সঙ্গে কাজ করবেন না বলে জানান। এর উত্তরে মাওরা একে পাবলিক রিলেশন বলে দাবি করেন। হর্ষ এখন জানিয়েছেন কেন তিনি মাওরার সঙ্গে কাজ করবেন না। তিনি বলেন, 'আমি একজন অভিনেতা, তাই সেই ছবি থেকে সরে যেতে পারি যেখানে আমার সহ অভিনেতা আমার দেশের নেওয়া পদক্ষেপকে কাপুরুষোচিত বলে আখ্যা দেন। তিনি জানিয়েছেন দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের ওপর তাঁর আস্থা আছে। দেশকে সমর্থন করার জন্য তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব, তিনি করবেন। এই ধরনের মন্তব্যের কোনও উত্তর তিনি দিতে চান না। দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ তাদের কাজ মর্যাদা নিয়েই করছে। তিনি তাঁর কাজ করবেন।

কেন বিয়ে করেননি সলমন?

সলমন খানের বিয়ে নিয়ে বলিউডে চর্চার শেষ নেই। সংবাদমাধ্যমের মহিলা প্রতিনিধিরাও কখনও কখনও নিজেরাই বিয়ে করতে চেয়েছেন মিয়াঁকে। বহু মহিলা তাঁকে বিয়ে করতে চান। তাঁর এনজিও বিয়িং হিউম্যান সমাজের নানা কাজে এগিয়ে আসে। অনেকে তাঁর কাছ থেকে মেয়ের বিয়ের জন্য ২ লাখ টাকা চান, তবে তিনি এসব অনুরোধকে গুরুত্ব দেন না। তিনি বলেছেন, 'আমার বাবার বিয়েতে খরচ হয় ১৮০ টাকা। সুরজ বরজাতিয়া বিয়েকে ব্যয়বহুল করে দিয়েছেন ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, হাম সাথ সাথ হ্যায়, হাম আপকে হ্যায় কৌন-এর মতো ছবি করে। আপনারা বিয়েতে লাখ লাখ, কখনও কোটি টাকাও খরচ করেন। কিন্তু আমি এত খরচ করতে পারব না। তাই তো এখনও বিয়ে করিনি।'

মজা করেই তিনি এ কথা বলেছেন বোঝাই যায়। সলমনের জীবনে অনেক সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু কোনওটাই টিকে থাকেনি। তাই এখনও শুধু অভিনয়েই তিনি মন দিয়েছেন। সলমনকে শেষবার দেখা গিয়েছিল সিকান্দার ছবিতে।

মুক্তির আগেই ওয়ার টু-র ঝুলিতে ১২০ কোটি?

হৃত্বিক রোশন ও জুনিয়ার এনটি আর অভিনীত ওয়ার টু এখন থেকেই প্রত্যাশার পারদ চড়াচ্ছে। এখনও ছবির শুটিং চলছে। তার মধ্যেই খবর, ছবির তেলুগু ভার্সন থেকে প্রায় ১২০ কোটি টাকা নির্মাতাদের ঝুলিতে আসবে। ছবির দুই তারকা বলিউড-টলিউড অনুরাগীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা তৈরি করেছে। এনটি আর তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে ভীষণ জনপ্রিয়। তার জেরেই ছবির তেলুগু স্বত্ব বিক্রি হতে পারে ৮৫ থেকে ১২০ কোটি টাকায়, প্রাথমিক দাম সেরকমই উঠেছে। পরিবেশন স্বত্ব কেনার জন্য সেই ইন্ডাস্ট্রির নাগা ভামসি ও সুনীল নারাঙ্গের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বড় বাজেটের ছবি এই দুই সংস্থাই সাধারণত কেনে। ১৪ অগাস্ট ২০২৬-এ ওয়ার টু মুক্তি পাবে। এই ছবি ছাড়া হৃত্বিক করছেন কৃশ ৪, ছবির অভিনয় ও পরিচালনার দায়িত্বও তিনি সামলাচ্ছেন।

একনজরে সেরা ৫

কেন বলিউড

রাজনৈতিক বিষয়ে বলিউডের ব্যক্তিত্বরা মুখ খোলেন না কেন? এর উত্তরে জাভেদ আখতার বলেছেন, ওঁরা ভাবেন, কিছু বললেই ওঁদের আয়কর সংক্রান্ত ফাইল খোলা হবে। ইডি বা সিবিআই তদন্ত শুরু করবে ওঁদের বিরুদ্ধে। তাই চুপ করে থাকেন তাঁরা। মনে রাখা উচিত, ওঁদেরও সাধারণ মানুষের মতোই দেখা হয়।

আইনি পদক্ষেপ

রাজকুমার রাও, ওয়ামিকা গাব্বি অভিনীত ভুল চুক মাফ-এর নির্মাতা ম্যাডক ফিল্মসের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে আদালতে গিয়েছে পিভিআর কর্তৃপক্ষ। ম্যাডক শেষ মুহূর্তে ছবি ওটিটিতে মুক্তির কথা ভেবেছে, এদিকে ছবির পোস্টার, ব্যানার, প্রচার ইত্যাদির জন্য অনেক খরচ হয়েছে, অগ্রিমি বুকিংও শুরু হয়েছিল। আদালতের রায় ১২ মে।

রেইড ৩ হবে

পরিচালক রাজকুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, রেইড ৩ হতে পারে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দুই ভিলেন যথাক্রমে সৌরভ শুক্লা ও রীতেশ দেশমুখ জেলে যাবার সময় হাত মিলিয়েছেন, এ দৃশ্য দিয়ে শেষ হয়েছে রেইড ২। রাজকুমার বলেছেন, দুজন এক জেলে, এটা মজা করেই লিখেছিলাম, কিন্তু পরে ভেবেছি, এখান থেকে অন্য গল্প শুরু হতে পারে।

প্রতীক বললেন

বিয়েতে বাবা রাজ বব্বর ও তাঁর পরিবারকে নিমন্ত্রণ না করা নিয়ে প্রতীক স্মিতা পাতিল বলছেন, আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার মা আর বাবার সম্পর্কে কিছু জটিলতা ছিল, সেগুলো আবার ফিরুক, চাইনি। মায়ের প্রিয় এই বাড়িতে অনৈতিক কিছু করতে চাইনি। মায়ের ইচ্ছাকে সম্মান দিতে চেয়েছি। বাবাকে নিয়ে অন্য অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করেছিলাম।

মাওরা বাদ

ইউ টিউব আর স্পুটিফাইয়ের মতো প্ল্যাটফর্ম সনম তেরি কসম-এর অ্যালবামের কভার থেকে ছবির নায়িকা পাকিস্তানের মাওরা হোসেনের ছবি বাদ দিয়েছে, শুধু নায়ক হর্ষবর্ধন রাণের ছবিই দেখা যাচ্ছে। সব প্ল্যাটফর্মে রইস ছবির নায়িকা মাহিরা খানও জলিমা গান থেকে বাদ পড়েছেন, দেখা যাচ্ছে শুধু শাহরুখ খানকে।

টালিগঞ্জে আবার ঝামেলা, শুটিংয়ে বাধা

এবার ফেডারেশনের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন পরিচালক রাজা চন্দ। মানে সরাসরি ঝামেলা নয়, কিন্তু তলে তলে জল ভালোই ঘোলা হয়েছে। তাঁর শুটিংয়ে এলেন না কোনও টেকনিশিয়ান। ১২ মে রাজা চন্দর পরিচালনায় 'জি ফাইভ'-এর জন্য ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, সেখানে বাধা এসেছে বলে খবর। সেট তৈরি হয়ে গেলেও, ১২ তারিখ টেকনিশিয়ানরা শুটিংয়ে আসতে পারেননি কিছু জটিলতার কারণে। চর্চা হল, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে একটা বার্তায় সই করেছিলেন রাজা। তবে তিনি নাকি ফেডারেশনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন ১১ মে থেকে। এই বিষয়ে পরিচালকের থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, এখনই কথা বলতে পারছেন না।

বিরাটের বিদায়ে বিরাট মন খারাপ

বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতেই টালিগঞ্জের বেশ মনখারাপ। খবর ছড়াতেই একের পর এক বিদায়ী বার্তা আসতে লাগল। টালিগঞ্জে বিরাট কোহলির অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাঁদের দলের মধ্যে থেকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিরাটের অবসরের জন্য আপশোশ করতে শুরু করেছেন। এই যেমন মধুমিতা সরকারকে বিরাটের বিরাট ফ্যান বলা যেতে পারে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'বিরাটকে ক্রিকেটের একজন ট্রেন্ড সেটার বলতে পারি। ওঁর খেলার স্টাইল থেকে শুরু করে সবকিছুই আমার ভীষণ প্রিয়। তবে শুধু আমি নয়, আমার মনে হয়, ৮-৮০ দেশের সমস্ত অনুরাগীই টেস্ট ক্রিকেটে বিরাটকে মিস করবেন।'

আবার খরাজ মুখোপাধ্যায় মনের কথা বলছেন, 'উনি তো শুধু আর নেহাতই একজন ক্রিকেটার নন, বিরাট একজন হিরো। একটা বিষয় ভালো লাগছে, একজন ক্রিকেটার সৎ ভাবে, সঠিক সময়ে সরে গেলেন। অনেকেই এমন আছেন, যাঁদের ক্ষমতা নেই, দেশের নাম ডোবাব, তবু গদি ধরে বসে থাকেন। বিরাট সেটা করলেন না, এটা কিন্তু প্রশংসনীয়।' ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বলেন, 'কিছুদিন আগে লন্ডন গিয়েছিলাম, ওখানেও দেখলাম বিরাটকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কয়েকজন বলাবলি করছিলেন, আজ ওই মলে বিরাটকে দেখলাম, মাস্ক পরে ঘুরছে। তাই শুধু এদেশে নয়, ওঁর গোটা বিশ্বজুড়ে সমস্ত অনুরাগীরাই এই খবরে হতাশ হবেন।' অনন্যা চট্টোপাধ্যায়ও বিরাটের বিরাট অনুরাগী। বিরাটের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি বিরাটের এমন সিদ্ধান্তে সাধুবাদই জানাচ্ছি। তবে ফ্যান হিসাবে ওঁর খেলা তো মিস করবই। বিরাটের স্ট্রোক দেখতে খুব ভালো লাগত।'

তুফানগঞ্জে নীল জলের হাতছানি

স্বস্তির খোঁজে সুইমিং পুলে

এই গরমে নীল জলের হাতছানি এড়ানো কঠিন। তাই তুফানগঞ্জ সুইমিং পুলে ভিড় বাড়ছে। অনেকে অনেকটা পথ উজিয়ে নিম্ন অসম থেকেও এখানে আসছেন, আলোকপাত করলেন বাবাই দাস।

তুফানগঞ্জ, ১২ মে : বাড়ি ফিরে বকুনি জুটলেও গরম থেকে রেহাই পেতে বন্ধুদেরকে নিয়ে পুকুর কিংবা নদীতে একটানা মাতামাতি কোনও নতুন ঘটনা নয়। এই গরমে গ্রাম ও আধা শহরে এমন ছবি হামেশাই দেখা যায়। তুফানগঞ্জে এবার ছেলেমেয়েদের এমন ভিড়ের ছবি দেখা গেল সুইমিং পুলে। গরম বাড়তেই জেলার বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি অসম থেকেও জলের টানে এখানে আসছেন তরুণ-তরুণীরা।

তুফানগঞ্জ সুইমিং পুল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কমিটির সম্পাদক রমেনচন্দ্র বিশ্বাস জানান, সোম ও বৃহস্পতিবার বাদ দিয়ে সাঁতারুদের জন্য সপ্তাহে ৫ দিন রাখা হয়েছে। মহকুমা ছাড়াও নিম্ন অসম থেকেও অনেকে ভিড় করছেন। স্নান করতে আসা অনেকেই থাকেন যাঁরা খুব ভালো সাঁতার জানেন না। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট ও প্রশিক্ষক।

তুফানগঞ্জ শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে এই সুইমিং পুল। তুফানগঞ্জবাসীর কাছে পুলটি বরাবরই ফুসফুস বলেই পরিচিত। এই পুলের ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল নীল জলে গিজগিজ করছে সাঁতারুদের মাথা। গা ডুবিয়ে একদিকে যেমন হইচই করছেন। সানগ্লাস চোখে অনেকেই আবার নানা পোজে গ্রুপ সেলফি তুলছেন। সাঁতারুদের ভিড় সামলাচ্ছে সুইমিং পুল কর্তৃপক্ষ। এদিন অসমের আগমনী এলাকা থেকে প্রায় ৩০ কিমি পেরিয়ে স্নান করতে এসেছিলেন ব্যবসায়ী সঞ্জীব দাস। বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক জলে মাতামাতির পর বললেন, 'নীল জল দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। অথচ দুঃখের বিষয় কাছাকাছি কোনও সুইমিং পুল নেই। তাই ৬ বন্ধু মিলে এতদূর পাড়ি।'

স্বস্তি পেতে আনন্দে ঝাঁপাচ্ছেন এক তরুণ।

জলছবি

■ তুফানগঞ্জ শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে এই সুইমিং পুল। শহরবাসীর কাছে বরাবরই এটি ফুসফুস বলেই পরিচিত

■ গেলেই দেখা যায় নীল জলে গিজগিজ করছে সাঁতারুদের মাথা

■ অনেকে সানগ্লাস চোখে নানা ভঙ্গিতে গ্রুপ সেলফি তুলছেন

এদিন সপরিবারে বক্সিরহাট থেকে এসেছিলেন সৌরভ দত্ত। তিনি জানালেন, 'গত মাস থেকে ছেলে বায়না ধরেছে সুইমিং পুলে স্নান করবে। ছুটির দিনে সেই উদ্দেশ্যেই আসা। তবে এতক্ষণ জলে থাকার পরেও আশ মিটল না, ইচ্ছে করছে আরও খানিকটা সময় গা ভিজিয়ে রাখি।' পুর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপক পাল। স্নান শেষ করার পর বলেন, 'টানা ১ দশক ধরে এই পুলে স্নান করে আসছি। সে সময় উত্তরবঙ্গের কোথাও এত বড় মাপের সুইমিং পুল ছিল না। তাই পুলটি আমাদের কাছে আবেগ।'

তবে এই আরামের মধ্যেও বিপদ দেখছেন চিকিৎসকরা। তাই নিয়মিত সাঁতারুদের সাবধান হতে বলছেন তাঁরা। মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক অরিন্দম পালের কথায়, 'ক্লোরিন জীবাণুনাশক, কিন্তু মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। স্বাভাবিকভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে থাকলে, ত্বকের মেলানিনে পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে চোখেরও ক্ষতি করতে পারে।' তারপরও দিনশেষে শরীরচর্চার জন্য সাঁতারের বিকল্প হয় না। তাই জলের নামা আগে ও পরে গা ধুয়ে নিলে এবং টুপি, চশমা পড়ে নামলে এই সমস্যাগুলি অনেকটাই দূর হতে পারে বলে মত তাঁর।

ফুলসজ্জিত দোলায় দুললেন মদনমোহন

কোচবিহার, ১২ মে : রাজ আমলের রীতি মেনে সোমবার মদনমোহন মন্দিরে ফুলদোল উৎসব হল। মদনমোহনের নৌকাবিহার, পয়লা বৈশাখের পর এদিন ফুলদোল উৎসবকে কেন্দ্র করে মন্দিরে ভক্তদের সমাগম দেখা গিয়েছে। এদিন সন্ধ্যারতির পর মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে মদনমোহনকে বারান্দায় নিয়ে এসে ফুলের সুসজ্জিত দোলায় চাপিয়ে দোলানো হয়। এদিন মন্দিরে বিশেষ পুজো এবং ভোগও হয়। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এদিন সন্ধ্যায় রীতি মেনে মন্দিরে ফুলদোল উৎসব হল। উৎসব দেখতে সন্ধে থেকেই মন্দিরে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়েছে।'

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় ফুলের সুসজ্জিত দোলায় চাপিয়ে দোলানো হয়েছে কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে।

এদিন মন্দিরে বিশেষ পুজো করেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী। সন্ধ্যার বিশেষ ভোগ হিসেবে লুচি এবং পায়েস দেওয়া হয়। এরপর রাতে কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে ফের মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে আসা হবে তাঁকে। সারাদিন মন্দিরের বারান্দায় থাকবেন মদনমোহন। মঙ্গলবার রাতে ফের গর্ভগৃহে প্রবেশ করবেন তিনি। এদিন ফুলদোল উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বর ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় জখম ২

দিনহাটা, ১২ মে : দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন দুই তরুণ। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের একজন দিনহাটা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রশিদ হোসেন। অন্যজন ফলিমারির বাসিন্দা মতিওর রহমান। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, রবিবার দিনহাটা মেইন রোডের একই লেনে দুটি বাইক চলে আসায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাইক থেকে দুজনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। দমকলকর্মীরা আহতদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে পুষ্পদোল উপলক্ষ্যে ভক্তদের ভিড়। ছবি : জয়দেব দাস

হাল ফিরুক বেহাল বি টিম মাঠের

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১২ মে : একসময় মাথাভাঙ্গা শহরের অন্যতম বি টিম মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্ট সহ খেলাধুলো লেগেই থাকত। তবে দীর্ঘদিন ধরে মাঠে মেলা ও নানা পারিবারিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ফলে মাঠটি খেলাধুলোর অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মাঠটিতে কোনও ফেন্সিং না থাকায় সেটি কার্যত গোচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। শহরের খেলাধুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাঠটির বেহাল অবস্থা কাটিয়ে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় আনার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

এদিকে মাঠটির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক রয়েই গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বি টিম মাঠটি মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের মাঠ বলেই জানতেন শহরের বাসিন্দারা। তবে বেশ কয়েক বছর আগে জানা যায় মাঠটি কালেক্টরেটের নিয়ন্ত্রণাধীন। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি বিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্র যেমন ছিলাম তেমনি অবসরগ্রহণের আগে পর্যন্ত ওই স্কুলেই শিক্ষকতা করেছি। বর্তমানে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি পদেও রয়েছি। বি টিম মাঠ মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের মাঠ বলেই ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি।'

তিনি জানান, কয়েক বছর আগে মাঠের মালিকানা নিয়ে যখন বিতর্ক শুরু হল তখন মাঠটির মালিকানা যে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলেরই সে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সহ পিটিশন জমা করেছিলাম। পিটিশন দেওয়ার পর এনকোয়ারিও হয়েছিল। সেই ফাইল স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে নবান্নে পাঠানো হয়। নবান্নে পাঠানো সমস্ত তথ্যের কপি স্কুলের কাছেই রয়েছে। তবে বিমানবাবু স্বীকার করেছেন, মাঠটির মালিকানা ফিরে পেতে স্কুল কর্তৃপক্ষের যে উদ্যোগে গ্রহণ প্রয়োজন ছিল সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বলেন, 'গ্রীষ্মকালের পর স্কুল খুললে ম্যানেজমেন্ট কমিটির যে বৈঠক হবে সেই বৈঠকে বি টিম মাঠের মালিকানা ফিরে পেতে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

খেলাধুলোর অযোগ্য

■ এই মাঠ এখন মেলা ও অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয়

■ এরফলে বাঁশ পুঁতে প্যান্ডেল করায় সেটি এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়েছে

■ তার ওপর কোনও ফেন্সিং না থাকায় সেটি কার্যত গোচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে

মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সুব্রত সরকার বলেন, 'মাঠটির জমির কাগজপত্র অনুযায়ী বি টিম মাঠ কালেক্টরেটের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারের রেভিনিউ জেনারেটের জন্য রাজস্বের বিনিময়ে মাঠটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। মাঠটিতে আয়োজিত মেলা, পারিবারিক ও সামাজিক যে কোনও অনুষ্ঠানই সরকারি রাজস্ব আদায় করে তবেই আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়।' তিনি স্বীকার করেছেন, মাঠটিতে বাঁশ পুঁতে প্যান্ডেল তৈরি এবং বহু ব্যবহারের ফলে সেটি এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, 'মাঠটিকে রক্ষা করতে চারধারে ফেন্সিং দেওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হবে।'

তবে মাঠ সংলগ্ন ঝংকার ক্লাবের সম্পাদক প্রীতম কুণ্ডু বলেন, 'একসময় যে মাঠটি খেলাধুলোর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল বর্তমানে সেখানে শুধু খেলাই হয় না। সেখানে মেলা ও অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠান হওয়ায় খেলাধুলোর অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।' একই বক্তব্য দক্ষিণপাড়া ক্লাবের সম্পাদক সুমন রায় বসুনিয়ার। মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী লক্ষ্মজিৎ ভদ্র, আইনজীবী কিশলয় বিশ্বাস, প্রবীণ নাগরিক বিদ্যুৎকান্তি চন্দদের দাবি, হাল ফিরুক শহরের বি টিম মাঠের এবং খেলাধুলোর পরিবেশ গড়ে তোলা হোক।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	- ৫
এ নেগেটিভ	- ৪
বি পজিটিভ	- ৪
বি নেগেটিভ	- ৪
এবি পজিটিভ	- ৪
এবি নেগেটিভ	- ২
ও পজিটিভ	- ৩
ও নেগেটিভ	- ২
■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	- ১
এ নেগেটিভ	- ১
বি পজিটিভ	- ৫
বি নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ৪
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ১১
ও নেগেটিভ	- ০
■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	- ৫
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৫
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ৪
এবি নেগেটিভ	- ১
ও পজিটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ১

হোর্ডিং সরিয়ে গাছ রক্ষায় অভিযান

মাথাভাঙ্গা, ১২ মে : সোমবার বৃক্ষপ্রেমী নাগরিকদের নিয়ে গঠিত সংস্থা ট্রি কেয়ার গাছের গা থেকে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং মুক্ত করতে অভিযানে নামল। সংস্থার তরফে অপু নন্দী বলেন, 'মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে অভিযান শুরু করা হয়েছে।' গত কয়েক বছরে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে রাস্তার ধারে এবং অব্যবহৃত সরকারি জমিতে হরেকরকম গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। রুদ্রপলাশ, বকুল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণচূড়া, পলাশের পাশাপাশি বড় হয়েছে আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, গোলাপজামের মতো ফল-ফুলের গাছগুলি। সচেতনতার অভাবে ওই গাছগুলির কাণ্ড এবং ডালে পেরেক পুঁতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সংস্থা হোর্ডিং লাগিয়েছে। এই প্রবণতা রুখতেই বৃক্ষপ্রেমীদের অভিযান।

স্টেশনে ধীরগতিতে কাজে ভোগান্তি

দিনহাটা, ১২ মে : সোমবার দিনহাটা স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন দাঁড়িয়ে রিতা দে। ট্রেন ধরবেন বলে সময়ের একটু আগেই এসেছেন তিনি। সঙ্গে প্রচুর ব্যাগ। তবে বসার কোনও জায়গা নেই সেখানে। ফলে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাগপত্র সহ তাঁকে স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। রীতিমতো পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাঁর কথায়, 'স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে ভালো কথা। অন্তত এখন বসার জন্য বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। অনেক বয়স্ক মানুষ ট্রেন ধরতে স্টেশনে আসেন। তাঁদের পক্ষে ট্রেন না আসা পর্যন্ত এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কখনোই সম্ভব নয়।'

যাত্রীদের এই ক্ষোভ নতুন নয়, প্রতিদিনই স্টেশনে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকায় তিতিবিরক্ত যাত্রীরা।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় দিনহাটা স্টেশনের খোলনলচে পালটে ফেলার কাজ চলছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ধীরগতিতে হওয়ায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের বলে অভিযোগ। আর এর অন্যতম উদাহরণ দিনহাটা স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম। যেখানে শেড বাড়লেও বসার জন্য নেই কোনও ব্যবস্থা। এর ফলে স্টেশনে ট্রেন না আসা পর্যন্ত যাত্রীদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ দিনহাটার নিত্যযাত্রীরা। আর কখনও যদি ট্রেন দেরিতে আসে তাহলে তো কথাই নেই।

যাত্রী নিতাই সাহার কথায়, 'দীর্ঘদিন থেকে দেখছি কাজ চলছে, কাজ শেষ না হওয়ার কারণে আমাদের নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসার জন্য কোনও আসন না থাকা।'

যদিও এ ব্যাপারে দিনহাটা স্টেশন ম্যানেজার সঞ্জয় গুপ্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে দিনহাটা-কোচবিহার রেলযাত্রী সমিতির আহ্বায়ক রাজা ঘোষ বলেন, 'দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মে বসার জন্য কোনও আসনের ব্যবস্থা না থাকায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রতিদিন যাত্রীদের। আমরা বিষয়টি জানিয়েছি। তাদের তরফ থেকে যদিও কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও আসেনি। তবে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

ওয়ার্ড ঘোরা

কোচবিহার, ১২ মে : কোচবিহার পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাজকর্ম ঘুরে দেখলেন ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। হিপ্পি বলেন, 'ওয়ার্ডের কাজ পরিদর্শন করার পাশাপাশি মানুষের কোথায় কী অভিযোগ রয়েছে সেগুলি আমরা খেয়াল রাখছি। উদ্দেশ্য, পরবর্তীতে সেগুলি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর কিংবা পুরসভার মাধ্যমে করা।' ওয়ার্ড পরিদর্শনে এদিন হিপ্পির সঙ্গে পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার চন্দনা মহন্ত, ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উজ্জ্বল তর, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ সাহা ছিলেন।

পাড়ায় পাড়ায়

মাথাভাঙ্গা

রাস্তা আটকে রাখছে পণ্যবাহী বড় ট্রাক

মাথাভাঙ্গা, ১২ মে : মাথাভাঙ্গা শহরের পশ্চিমপাড়া থেকে হরিজনপট্টি মোড় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোরঙ্গা রোডের উপর প্যবাহী বড় ট্রাক ও ট্রেলার দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে মোরঙ্গা রোডে ট্রাক ও ট্রেলার রাখার ঘটনায় ক্ষুব্ধ ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কাকলি ঘোষ। ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'যে ব্যবসায়ী রাস্তার ওপর পণ্যবাহী ট্রাক ও ট্রেলার দীর্ঘক্ষণ রেখে দিচ্ছেন তাঁকে বারবার সতর্ক করা হলেও কাজ হচ্ছে না। বিষয়টি ট্রাফিক পুলিশের দেখা প্রয়োজন।' অপরদিকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কাকলি ঘোষ বলেন, 'যে ব্যবসায়ী নিয়ম ভেঙে রাস্তার উপর ট্রাক ও ট্রেলার রাখছেন তার পেছনে হয়তো শক্ত হাত রয়েছে।'

গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তাটি দিয়ে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালগামী অ্যাম্বুল্যান্স সহ অন্যান্য যানবাহন যেমন চলাচল করে তেমনি শহরের ৪টি ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের চলাচলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সেটি। ট্রাফিক পুলিশের মাথাভাঙ্গার ওসি তেনজিং ভুটিয়া বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

মেখলিগঞ্জ

নালা থেকে তোলা আবর্জনা সরাও

মেখলিগঞ্জ, ১২ মে : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে রাম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে জমা করে রাখা আবর্জনা সরানোর দাবি উঠেছে। ওই এলাকায় নিকাশিনালা সাফাইয়ের পর আবর্জনা স্তূপ আকারে রাস্তার পাশে জমিয়ে রাখা হয়েছে। এর ফলে দুর্গন্ধে চলাচলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ওই জায়গা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রাম মন্দির অবস্থিত। প্রতিদিন শহরের বাসিন্দাদের একাংশ সেই মন্দিরে পুজো দিতে সকাল, সন্ধ্যায় উপস্থিত হন। পাশাপাশি ওই এলাকায় একটি জলের স্ট্যান্ডপোস্ট রয়েছে। সেই স্ট্যান্ডপোস্টটি থেকে স্থানীয় মানুষ যেমন পানীয় জল সংগ্রহ করেন তেমনি ব্যবসায়ীদের একাংশও জল নিয়ে থাকেন। তাই আবর্জনাগুলো স্তূপ করে না রেখে সরিয়ে ফেলার দাবি তোলা হয়েছে স্থানীয়দের তরফে। ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বাধীন দাস বলেন, 'আবর্জনা বোধহয় শুকোনোর জন্য ওখানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। চলাচলের সমস্যা হচ্ছে।' অন্যদিকে, যাঁরা মন্দিরে যাচ্ছেন তাঁরাও সমস্যায় পড়ছেন। আবর্জনা সেখান থেকে সরিয়ে নিলে ভালো হয়।' পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলাল দাস বলেন, 'আবর্জনাগুলো সরিয়ে ফেলতে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

তথ্য : বিশ্বজিৎ সাহা, শুভজিৎ বিশ্বাস

যুদ্ধের আবহে বুদ্ধের শান্তি প্রদীপ

কোচবিহার, ১২ মে : বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সোমবার কোচবিহার শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ। এদিন শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের খালাসিপট্টি এলাকা থেকে বেরিয়ে শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। প্রায় দুই দশক ধরে শহরের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এই বিশেষ দিনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন।

পহেলগ্রামে পর্যটকদের ওপর পাক জঙ্গিদের নির্মম হামলার পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্যে যে যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তা মনে রেখে এদিন শান্তির প্রদীপ জ্বালানো হয়। এছাড়া বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এখানে তিনদিন ধরে পুজোপাঠের পাশাপাশি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। কমিটির তরফে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে বৌদ্ধ ধর্মগুরু না থাকায় এবছর থিম্পু ও দার্জিলিং থেকে ধর্মগুরুদের আনা হয়েছে। অনুষ্ঠান আয়োজকদের তরফে খালাসিপট্টির বাসিন্দা নিশা তামাং বলেন, 'কোচবিহারে বৌদ্ধ ধর্মগুরু না থাকায় প্রতিবছর আমরা বাইরে থেকে তাঁদের পুজোর জন্য নিয়ে আসি। প্রতিবারের মতো এবারেও ওঁরাই পুজো করেছেন।' মৌসুমি তামাং বলেন, 'পূজার্চনা এবং শোভাযাত্রার পর খিচুড়ি, পায়েস, লাবড়া এবং ফলপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।'

অন্যদিকে, ভারত সেবাশ্রম সংঘে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ হল। পাশাপাশি এদিন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজির বিশেষ পুজো ও আরতি হয়। সান্ধ্যকালীন এই অনুষ্ঠানে ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

কোচবিহার খালাসিপট্টি এলাকায় বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন ভক্তরা। ছবি : জয়দেব দাস

> কোচবিহারে বৌদ্ধ ধর্মগুরু না থাকায় প্রতিবছর আমরা বাইরে থেকে তাঁদের পুজোর জন্য নিয়ে আসি। প্রতিবারের মতো এবারেও ওঁরাই পুজো করেছেন।
>
> **নিশা তামাং**

প্রখর রোদেও কাজে বিরাম নেই।। কোচবিহার খোল্টা এলাকায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

বিহারে ধৃত খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী

নেপাল হয়ে ভারতে ঢোকে মোস্ট ওয়ান্টেড কাশ্মীর সিং

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১২ মে : চার চিনা নাগরিকের পর এবার নেপাল সীমান্ত দিয়ে বিহারের মোতিহারীতে ঢুকে গ্রেপ্তার হল মোস্ট ওয়ান্টেড খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীর সিং। রবিবার রাতে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে এনআইএ এবং জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে কাশ্মীর সিং গালওয়াদ্দি ওরফে বলবীর সিং গ্রেপ্তার হয়। কাশ্মীরের মাথার দাম ১০ লাখ টাকা ঘোষণা করেছিল এনআইএ।

ধৃতের সঙ্গে পাক-যোগ রয়েছে বলে নিশ্চিত তদন্তকারীরা। গত সপ্তাহেই বিহারের মোতিহারী থেকে ডেন বিজোন, লি উনাঘাই, হি কিউ হেনসেন ও হুবগাং লিভিং নামে চার চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের সঙ্গেও পাক-যোগ মিলেছিল। গোয়েন্দারা মনে করছেন, নেপাল-বিহার সীমান্তকে করিডর করেছে সন্ত্রাসবাদী ও ভারত বিরোধীরা।

সূত্রের খবর, কাশ্মীর সিং পঞ্জাবের লুধিয়ানার বাসিন্দা সর্দার হরি সিংয়ের ছেলে। সে শুধু খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদেরই নয়, অন্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকেও নানাভাবে সাহায্য করত। সন্ত্রাসবাদীদের লজিস্টিক সাপোর্ট, টেরর ফান্ডিং ও আশ্রয় দিত। ২০১৬ সালে পঞ্জাবের নাভা জেল ব্রেকিং মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কাশ্মীর সিং এতদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। নেপালে থেকেই সে ভারতবিরোধী কাজকর্ম চালাত। নেপালের মাটি ব্যবহার করে সে বিকেআই (বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল)ও রিন্দা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেটওয়ার্ক সঞ্চালনা করত। ধৃত নেপাল থেকে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে গোলাবারুদ, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী পাঠাত। এছাড়া হাওয়ালা মারফত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে টাকাও পাঠাত।

পুলিশের জালে সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীর সিং।

ঘটনাক্রম

- রবিবার রাতে নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন মোতিহারী থেকে গ্রেপ্তার কাশ্মীর সিং
- কাশ্মীরের মাথার দাম ১০ লাখ টাকা ঘোষণা করেছিল এনআইএ
- সন্ত্রাসবাদীদের লজিস্টিক সাপোর্ট, টেরর ফান্ডিং ও আশ্রয় দিত
- ২০১৬ সালে পঞ্জাবের নাভা জেল ব্রেকিং মামলার অন্যতম অভিযুক্ত
- নেপালে থেকেই সে ভারতবিরোধী কাজকর্ম চালাত

পুলিশ সূত্রে খবর, নাভা জেল ভেঙে তার সঙ্গে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী পালিয়ে গিয়েছিল। খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে দায়ের মামলায় (আর সি ৩৭/২০২২/এন আই এ/ডি এল আই) তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এনআইএ ২০২৩-এর জুলাই মাসে কাশ্মীর সিং ও তার সঙ্গে পলাতকদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। তারপরই এনআইএ'র বিশেষ আদালত ধৃতের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। এই খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী নেপাল থেকে বিহারের মোতিহারীতে ঢুকেছিল। তবে সেই খবর পৌঁছে যায় এনআইএ'র কাছে। রবিবার রাতে এনআইএ ও জেলা পুলিশের হাতে অবশেষে কাশ্মীর সিং ধরা পড়ে যায়। তদন্তকারীদের অনুমান, সে কোনও বড় প্ল্যান কষছিল।

সেজন্যই নেপাল থেকে ভারতে ঢুকেছিল। সূত্রের খবর, রবিবার রাতেই বিশেষ বিমানে ধৃতকে নিয়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছে এনআইএ। যদিও মোতিহারী পুলিশ এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে।

গত বুধবার রাতে ধৃত ৪ চিনা নাগরিককে বিহারের মোতিহারী থানার পুলিশের হেপাজতে তুলে দিয়েছিল এসএসবি। তদন্তকারীদের অনুমান, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই চার চিনা নাগরিক নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ছিল। কিন্তু তারা কেন হঠাৎ ভারতে অনুপ্রবেশ করল, তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারী দলকে।

চলতি শিক্ষাবর্ষেই স্নাতক স্তর শুরু

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত নয় জেলার কলেজ

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১২ মে : আলিপুরদুয়ার কলেজ নয়, এবার আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হবে স্নাতক স্তরের কোর্স। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই এর জন্য ভর্তি নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়েই কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই সামনের নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটছে আলিপুরদুয়ার কলেজের। তবে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা শুরু হলেও এখনই জেলার বাকি কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসছে না। জেলার কলেজগুলি আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিতকুমার চৌধুরী বলেন, 'এসওপি অনুযায়ীই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ চলছে। তাই আলিপুরদুয়ার কলেজের বদলে নতুন শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়েই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে। রাজ্য স্তরে অনলাইন প্রক্রিয়ায় এই ভর্তি শুরু হবে। আমরা চেষ্টা করছি আগামী বছর জেলার বাকি কলেজগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার।'

ডুয়ার্সের ৬৮ বছরের পুরোনো আলিপুরদুয়ার কলেজ। আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে এই কলেজেই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। ২০১৮ সালে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। ওই সময় থেকেই আলিপুরদুয়ার কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তবে চলতি বছরের

> এসওপি অনুযায়ীই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ চলছে। তাই আলিপুরদুয়ার কলেজের বদলে নতুন শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়েই আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে। আমরা চেষ্টা করছি আগামী বছর জেলার বাকি কলেজগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করার।
>
> -সরিতকুমার চৌধুরী
> উপাচার্য

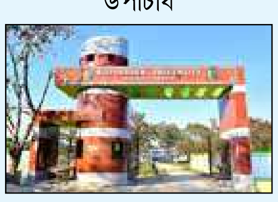

ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ইউনিভার্সিটি বিভাগ থেকে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) প্রকাশ করা হয়। আলিপুরদুয়ার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে। এসওপিতে বলা হয়েছে, এখন থেকে আলিপুরদুয়ার কলেজের অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজের সবকিছুই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে আলিপুরদুয়ার কলেজ জেলার আবেগ। তাই দাবি উঠেছে, কলেজকে স্বতন্ত্রভাবে রেখে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু রাখার। বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল শিক্ষা দপ্তরে চিঠিও দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার কলেজে মোট ৪১টি বিষয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ মিলত। এর সবগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থাকছে। এবার যারা সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য ভর্তি হতে পারবে। এজন্য রাজ্য কেন্দ্রীয়ভাবে কলেজগুলিতে ভর্তির অনলাইন আবেদন নেবে। ওই প্রক্রিয়াতেই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। জেলার ১০টি কলেজ অবশ্য এবছরও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তই থাকছে। আগামী বছর যাতে জেলার সব কলেজকেই আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

পাওয়ার লিফটিংয়ে স্বর্ণপদক কোচবিহারে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১২ মে : অদম্য জেদ ও সংকল্প থাকলে বয়স বা অভাব কোনওটাই যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তারই প্রমাণ দিলেন কোচবিহারের দুই পাওয়ার লিফটার। কোচবিহার শহরের ৭২ বছরের ভবেশ রায় ও হরিপুরের বাসিন্দা মায়া রায় বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই কোচবিহারে খুশির হাওয়া। থাইল্যান্ড থেকে এদিন ভবেশ বলেন, 'আমরা দুজনই থাইল্যান্ডে বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতেছি। এতে আমরা খুবই খুশি।'

ভবেশ রায়।

মায়া রায়।

ইন্টারন্যাশনাল বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিটনেস ফেডারেশনের উপস্থাপনায় গত ১০ মে থেকে থাইল্যান্ডে শুরু হয়েছে বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৩ মে পর্যন্ত তা চলবে। তাতে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছেন। কোচবিহার থেকে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ভবেশ ও মায়া। ভবেশ একজন প্রতিযোগীর পাশাপাশি মায়ার কোচও। সেই প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার বিশ্ব মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের ৫২ কেজি বিভাগে মায়া স্বর্ণপদক জিতেছেন। অপরদিকে বয়স্কদের ৭৫ কেজি মাস্টার্স ফোর বিভাগে অংশ নিয়ে ভবেশ সফল হয়েছেন।

বেহাল রাস্তায় ভোগান্তি ব্যবসায়ীদের

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১২ মে : পিচের চাদর উঠে গিয়েছে বছর তিনেক আগেই। রাস্তার ভিতরের গুঁড়ো পাথর বেরিয়ে আসায় হতশ্রী অবস্থা রাস্তার। খানাখন্দে ভরা, সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে কার্যত ডোবার চেহারা নেয়। কোচবিহার-১ ব্লকের পশারিহাট বাজার থেকে শুকটাবাড়ি পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের পিচ রাস্তার এমন করুণ দশা। বিভিন্ন এলাকার বহু বাসিন্দা এই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। পশারিহাট বাজার থেকে কৃষিজ পণ্য, বালি-সিমেন্ট সহ নানা সামগ্রী নিয়ে ছোট-বড় যে ট্রাকগুলি চলাচল করে সেগুলিও খুব ভোগান্তিতে পড়ছে। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা সমস্যা বাড়াচ্ছে।

পশারিহাট বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উপদেষ্টা সন্তোষকুমার বর্মনের অভিযোগ, 'রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। পাইকারিদের পাশাপাশি ক্রেতারা পশারিহাট বাজার এড়িয়ে চলছেন।' সমস্যার কারণে প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ উড়িয়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ বললেন, 'রাস্তাটি সংস্কার করা হবে। জেলার বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। নতুন রাস্তাও তৈরি করা হচ্ছে।'

কোচবিহার সদর মহকুমার পশারিহাট, চিলকিরহাট, বড়াইবাড়ি সহ নানা এলাকার বাসিন্দারা প্রতিদিন এই রাস্তা ধরে শুকটাবাড়ি বাজার সহ মাথাভাঙ্গার দিকে নানা জায়গায় যাতায়াত করেন। মাথাভাঙ্গার দিক থেকে অনেকে আবার এই রাস্তা ধরে শুকটাবাড়ি হয়ে পশারিহাটে আসেন। এই রাস্তাটির কারণে তাঁদের সমস্যা বাড়ছে। পশারিহাটের বাসিন্দা মঞ্জুল হকের কথায়, 'শুকটাবাড়ি বাজারে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, ব্যাংক রয়েছে। জরুরি কাজে আমাদের রাস্তাটি ব্যবহার করতে হয়। রাস্তার হাল এতই খারাপ যে চলাচল করাই ঝুঁকিপূর্ণ।' চিলকিরহাটের বাসিন্দা সুশীল দাস বললেন, 'বেহাল রাস্তা দিয়ে অন্তঃসত্ত্বা কিংবা মুমূর্ষু রোগীদের অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ। শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।'

পশারিহাট বাজারের রাস্তায় পাথর বেরিয়ে এসেছে।

১৬৫ কিমি ভেতরে ঢুকে

প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, 'আমাদের কোনও সেনাঘাঁটির ক্ষতি হয়নি।' সোমবার নয়াদিল্লিতে ওই সাংবাদিক বৈঠকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই ও এয়ার মার্শাল একে ভারতীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল এএন প্রমোদও।

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পর পাকিস্তানের ডিজিএমও মেজর জেনারেল কাসিফ আবদুল্লা ও ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই হটলাইনে কথা বলেন। প্রাথমিকভাবে দুপুর ১২টায় এই আলোচনা পূর্বনির্ধারিত থাকলেও পরে তা পিছিয়ে বিকাল ৫টায় হয়। সংঘর্ষ বিরতি বহাল থাকা ছাড়া আর কিছু আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে আরেক বৈঠক হয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান এবং তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে। পরে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ভারতের তরফে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকেই শুধু নিশানা করা হয়েছিল। নাল্লা, সারজাল, মুরিদকে, কোটলি গুলপার, মেহমোন্না জোয়া, ভিমবার এবং বাহাওয়ালপুরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়।

প্রাথমিকভাবে পাক সেনার কোনও ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়নি বলে মন্তব্য করে সেনাকর্তাদের অভিযোগ, জঙ্গিদের ঢাল হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে পাকিস্তান সেনা। কিন্তু এদেশের বহুস্তরীয় প্রতিরক্ষা বলয় সেই হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে ফাটল ধরাতে পারেনি পাকিস্তানের ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা। পাক হামলা প্রতিহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য সাংবাদিক বৈঠকে বিএসএফের ভূয়সী প্রশংসা করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ঘাই।

পরিদর্শন

বক্সিরহাট, ১২ মে : অগ্নিকাণ্ডে রবিবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মানসাই বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায় ছয়টি দোকান। সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁদের হাতে কিছু ত্রাণসামগ্রী তুলে দিয়েছি। ব্যবসায়ীরা যেন সবরকমের সরকারি সাহায্য পান, সে ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়েছে।'

চিকিৎসা

প্রথম পাতার পর

ডাক্তার ইনজেকশন দেবেন, কিন্তু হাতে দেবেন না পায়ে, তা ঠাহর করে উঠতে পারছেন না।

বিএমওএইচ ডাঃ সত্যেন্দ্রকুমার কোনও বক্তব্য দিতে রাজি হননি। রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি আগে জানা ছিল না। এদিন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। বকেয়া বিল মিটিয়ে আপৎকালীন বিদ্যুৎ পরিষেবা চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ঘুষ চেয়ে গ্রেপ্তার এএসআই

মালদা, ১২ মে : মাদক কারবারিদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন আউটপোস্টের এএসআই। কিন্তু আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে এনভিএফ কর্মীর সহযোগিতায় তাদের আটকে রেখে চলতে থাকে ঘুষের দাবি। আটক ব্যক্তিদের পরিবারের তরফে কিছু টাকা দেওয়া হলেও তাতেও লোভ মেটেনি। দাবির অঙ্কে অনড় থেকে আটক করে রাখা হয় কারবারিদের।

ইতিমধ্যে এলাকার বাসিন্দাদের মারফত কারোকে আটক করে রাখার খবর পৌঁছে যায় স্থানীয় থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতবাক পুলিশও। ব্রাউন সুগার, নগদ টাকা, দুই কারবারি সহ গ্রেপ্তার করা হয় এএসআই ও এনভিএফ কর্মীকে। গোটা ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। এদিকে, ওই ঘটনা সামনে আসতেই জেলা পুলিশের ডেপুটি পুলিশ সুপারদের দায়িত্বে রদবদল আনার নির্দেশিকার কপিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই নির্দেশিকা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

সোমবার ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মহম্মদ মোস্তাফা, আবদুল মান্নান, মহম্মদ সফিকুল ইসলাম ও মহম্মদ সফিকুল নামে চারজনকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে। মোস্তাফা ও আবদুল কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জের সারদহ এলাকার বাসিন্দা। মহম্মদ সফিকুল ইসলাম মানিকচক থানার বালুটোলা আউটপোস্টে এএসআই পদমর্যাদায় ও মানিকচকের এনায়েতপুরের বাসিন্দা মহম্মদ সফিকুল এনভিএফ পদে কর্মরত ছিলেন। পুলিশসূত্রে খবর, রাতে মোস্তাফা ও আবদুল হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ধরমপুর স্ট্যান্ড এলাকায় দু'জন ব্যক্তি নিজেদের পুলিশ দাবি করে তাদের বালুটোলা পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানেই ধৃত দু'জনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা দাবি করে ওই দুই ব্যক্তি। ধৃতরা আত্মীয়দের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫০০ টাকা জোগাড় করে দুই ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়। কিন্তু তারপরেও দাবি না মেটায় ধৃত দুই ব্যক্তিকে মিলকি এলাকায় আটকে রাখা হয়।

উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তায় শর্মিলা

নয়ারহাট, ১২ মে : পরিবারে রোজগেরে বলতে একমাত্র বাবা। পেশায় রাজমিস্ত্রি বাবার উপার্জনে টেনেটুনে সংসার চলে। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে টক্কর দিয়ে মেয়ের জয় হল। ৮৮ শতাংশের বেশি নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে নয়ারহাটের পানিগ্রাম হাইস্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী শর্মিলা দত্ত চমকে দিল। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৪১। শর্মিলা বাংলায় ৮৫, ইতিহাসে ৯৩, দর্শনে ৯১, ভূগোলে ৯০ ও পরিবেশবিদ্যায় ৮২ পেয়েছে। মেয়ের ভালো ফলে বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফুটেছে। খুশি তার গৃহশিক্ষকরাও। তবে মেয়ের উচ্চশিক্ষার খরচ জোগাড় করা নিয়ে ইতিমধ্যে বাবা রাজু দত্তের ঘুম ছুটেছে।

শর্মিলার প্রিয় বিষয় ইতিহাস। ইতিহাস নিয়ে এখন উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখছে দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রীটি। কিন্তু স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। শর্মিলার কলেজে পড়ার খরচ কী করে জোগাড় হবে তা ভাবতে গিয়ে কার্যত রাতের ঘুম উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তার বাবার। রাজু বলেন, 'প্রতিদিন কাজ থাকে না। টানাটানির সংসারে এতদিন কোনওরকমে মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়েছি। উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুজন গৃহশিক্ষকের বেতন দিতে পারিনি। মেয়ে কলেজে পড়লে খরচ অনেকটা বাড়বে। কী করে খরচ সামাল দেব বুঝে উঠতে পারছি না। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলে মেয়ে স্বপ্নের পথে এগোতে পারবে।'

মাধ্যমিক পাশের পর ইচ্ছা থাকলেও শর্মিলা অর্থাভাবে একাদশে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারেনি। এই নিয়ে তার এখনও আক্ষেপ রয়েছে। শর্মিলার কথায়, 'এবার কোচবিহার শহরের কোনও কলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়ব বলে মনস্থির করেছি। কিন্তু বাবা খরচ চালাতে না পারলে স্বপ্ন হয়তো অধরাই থেকে যাবে।'

সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত

শামুকতলা, ১২ মে : রান্নার গ্যাসের অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে সোমবার অভিযান চালাল শামুকতলা থানার পুলিশ। অন্তত সাতাশটি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। অভিযুক্তর খোঁজে জোর তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। শামুকতলা থানার ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির অন্তর্গত কদমতলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

শামুকতলা থানা ও ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ওই অভিযান চালায়। পুলিশ জানায়, কদমতলা এলাকায় গ্যাসের সিলিন্ডার মজুত করে বড় সিলিন্ডার থেকে ছোট সিলিন্ডারে রিফিলিংয়ের কাজ করা হচ্ছিল। যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারত।

সম্প্রতি ধারসি চৌপথি এলাকায় একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছয়টি গ্যাস সিলিন্ডার থাকায় অন্তত দশটি দোকান এবং দুটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে। পুলিশ এদিন এই অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডারের কারবারের খবর পেয়েই অভিযান চালায়। একটি বাড়িতে সাতাশটি সিলিন্ডার মজুত করা ছিল। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

'আক্ষেপ' নিয়েই

প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর বিসিসিআইয়ের তরফে বিরাটকে আগামীর শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেট তাঁকে মিস করবে, এমন কথাও সামনে এসেছে। বিরাট অবশ্য এতসব না ভেবে সমাজমাধ্যমে অবসর ঘোষণা করে বলেছেন, '১৪ বছর আগে টেস্ট ক্রিকেটের নীল ব্যাগি টুপি পরেছিলাম। তখনও জানতাম না টেস্ট ক্রিকেট আমাকে কীভাবে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই ফর্ম্যাট আমায় তৈরি করেছে। আমার পরীক্ষা নিয়েছে। আমায় শিক্ষা দিয়েছে। যা আমার বাকি জীবনের সম্পদ।'

বিরাট বরাবরই বলে এসেছেন, তিনি টেস্ট ক্রিকেটের পূজারি। আজ বিদায়বেলাতেও সেই মনোভাব দেখা গিয়েছে তাঁর বিদায়ি বার্তায়। বিরাটের কথায়, 'সাদা পোশাকের ক্রিকেটের মধ্যে সবসময় কিছু ব্যক্তিগত বিষয় থেকে যায়। আমার জীবনেও এমন অনেক মুহূর্ত রয়েছে। সহজ ছিল না টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

কিন্তু তবু সিদ্ধান্তটা সঠিক বলেই মনে হচ্ছে। কেরিয়ার শুরুর সময় যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি আমি।' টেস্ট ক্রিকেটে কোহলির টুপির নম্বর ছিল ২৬৯। লাল বলের ক্রিকেটের সাইনিং অফের সময় সেই নম্বর তুলে ধরে কোহলি লিখেছেন, 'দীর্ঘ যাত্রাপথে মাঠে যাঁদের সঙ্গে খেলেছি, যাঁদের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করেছি, যাঁরা দীর্ঘ এই পথ পাড়ি দেওয়ার পথে আমার পাশে থেকেছেন, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবসময় হাসিমুখে নিজের টেস্ট কেরিয়ারের দিকে দেখব। ২৬৯ নম্বর টুপির যাত্রা শেষ হল।'

টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিরাটের বিদায়লগ্নে সামনে আসছে কিছু বিষয়। কেরিয়ারে মোট ১২৩টি টেস্টে ৯২৩০ রান করেছেন কোহলি। রয়েছে ৩০টি শতরানও। কিন্তু দশ হাজার রান ক্লাবের সদস্য হওয়ার স্বপ্নপূরণ হল না তাঁর। খারাপ পারফরমেন্সের কারণে শেষ কয়েক বছরে কোহলির ব্যাটিং গড়ও খারাপ হয়েছে। তাই কোহলির বর্ণময় কেরিয়ারে ও সাফল্যের রঙিন টুপিতে না পাওয়ার জ্বালাটা বোধহয় থেকেই গেল। বিরাট হয়তো ভবিষ্যতে কখনও সেই 'আক্ষেপ' নিয়ে মুখ খুলবেন।

এক সময়ের সতীর্থ, বর্তমানে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরকে কি কখনও ক্ষমা করতে পারবেন কোহলি? মনে হয় না।

অচল হওয়ার

প্রথম পাতার পর

আর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পড়বে রেজিস্ট্রারহীন। অর্থাৎ একেবারেই অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়। জেলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত পড়ুয়ারাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উত্তম ঘোষের কথায়, 'এমনিতেই উপাচার্য না থাকায় সমস্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রেজিস্ট্রার না থাকলে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী সকলকেই সমস্যায় পড়তে হবে।' স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় প্রায় বছরখানেক ধরে প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। এবার রেজিস্ট্রারের মেয়াদ ফুরোলে সমস্যা আরও মারাত্মকভাবে বেড়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমনটাই আশঙ্কা শিক্ষা মহলের। এই পরিস্থিতির বিষয়ে কিছুদিন আগেই উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওয়েবকুপার রাজ্য কমিটির অ্যাসোসিয়েট সেক্রেটারি পিয়াল বসু রায়। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্বার্থে যত তাড়াতাড়ি উপাচার্য আসেন, ততই মঙ্গল। এরপর রেজিস্ট্রার এবং ফিন্যান্সের মেয়াদ শেষ হলে এবিষয়ে চিন্তা আরও বাড়বে।'

এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির সভাপতি রুয়েল রানা আহমেদও। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন থাকায় আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই পদক্ষেপ না করলে পড়ুয়া থেকে শুরু করে আমাদেরও সমস্যায় পড়তে হবে।'

একসঙ্গে বইবে না রক্ত-জল

প্রথম পাতার পর

তাঁর মুখে বারবার উচ্চারিত হয়েছে 'সিঁদুর' শব্দটি। প্রথমে মন্তব্য করেন, 'জঙ্গিরা মা-বোনেদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে।' তারপর বলেন, 'সিঁদুর মোছার পরিণাম জঙ্গিরা টের পেয়েছে। শেষে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি নাম নয়, ন্যায়ের অখণ্ড প্রতিজ্ঞা।'

দেশের সবাই একজোট ছিল বলেই সেই প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিরোধীরা জঙ্গি মোকাবিলায় সরকারের পাশে ছিল প্রথম থেকে। মোদি সেই সমর্থনের স্বীকৃতি দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে মোদি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় যে প্রশ্ন উঠেছে, তারও জবাব দিয়েছেন।

মোদির কথায়, 'এই যুগ যুদ্ধের জন্য নয়, সন্ত্রাসবাদের নয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিই একমাত্র নিরাপদ ও উন্নত বিশ্বের একমাত্র গ্যারান্টি।' হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও সরকার যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাতে শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের ধ্বংস অনিবার্য। যদি পাকিস্তান নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তবে তাকে সন্ত্রাসের পরিকাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে।'

তাঁর কথায়, যখন আমাদের সেনারা অপারেশন সিঁদুরে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়, তখন পাকিস্তান প্রকাশ্যে জঙ্গিদের পাশে দাঁড়ায়। আমাদের আঘাতে যখন জঙ্গিদের ক্ষতি হয়, তখন প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তান আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমরা জঙ্গিদের মদতদাতা সরকার এবং সন্ত্রাসের মূল চক্রান্তকারীদের আর আলাদা করে দেখব না।'

স্পষ্ট ভাষায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, 'ভারতীয় বায়ুসেনা, নৌসেনা, বিএসএফ এবং অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনী সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত রয়েছে। এই অভিযান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে।' যদিও প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, 'আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। ভগবান গৌতম বুদ্ধ আমাদের শান্তির পথ দেখিয়েছেন। শান্তির পথও শক্তির মাধ্যমে সুগম হয়।'